নাম
রেখেছি
কোমল
গান্ধার

বিষ্ণু দে

নাম রেখেছি কোমল গান্ধার

সিগনেট প্রেস ॥ কলকাতা ২০

জন অরউইন

মার্টিন কর্কম্যান

পর্সি ও এপ্রিল মার্শাল-কে

---

২২ জুন ১৯৫৩
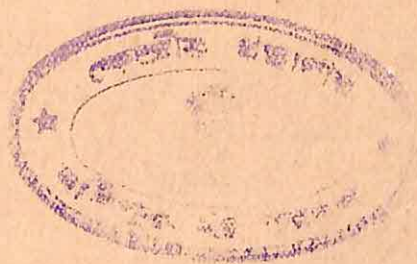
প্রথম সংস্করণ

আশ্বিন ১৩৬০

প্রকাশক

দিলীপকুমার গুপ্ত

১০।২ এলগিন রোড

কলকাতা ২০

প্রচ্ছদপট ও নামপত্র

সত্যজিৎ রায়

মুদ্রক

গোপালচন্দ্র রায়

নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস লিঃ

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ

কলকাতা ১৩

প্রচ্ছদপট মুদ্রক

নিউ প্রাইমা প্রেস

১১ ওয়েলিংটন স্কোয়ার

কলকাতা ১৩

বাঁধিয়েছেন

বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

৬১।১ মির্জাপুর স্ট্রীট

কলকাতা ৯

দাম আড়াই টাকা

সূচীপত্র

নাম রেখেছি কোমল গান্ধার

২২শে শ্রাবণ

আনন্দে নিশ্বাস টানি, হৃৎস্পন্দে আশার আশ্বাস
শুনে আসা দীর্ঘকাল অভ্যাস, তবুও
হঠাৎ হাওয়ায় আসে উপবাসী মানুষের রোদনের ছুয়ো,
কেটে যায় বীটোফেনী সিম্‌ফনির গন্ধর্ব বাতাস।

মৃত্যুকে দূরেই রাখি, জীবনের পঞ্চাগ্নি-আলোয়
চোখে রাখি সর্বদাই পূর্ণতার প্রতীক কবি-কে,
অলখ সঙ্গীতে মন সুকুমার, দাঙ্গার কালোয়
হঠাৎ নিভন্ত শান্তিনিকেতন আমার চৌদিকে।

নিসর্গ বেসেছি ভালো নীল ঢেউএ পাহাড়ে তুষারে
তবুও চোরাই মুখে ছেয়ে গেলো আমার শহর,
নিদ্রাহীন তাই আজ আমার সে স্বপ্নের প্রহর
মুষ্টি হানে কীটদষ্ট কূটরাষ্ট্র বাণিজ্যভূষারে।

আমার আনন্দে আজ আকাল ও বন্যা প্রতিরোধ,
আমার প্রেমের গানে দিকে দিকে দুস্থের মিছিল,
আমার মুক্তির স্বাদ জানে না কো গৃধ্নুরা নির্বোধ—
তাদেরই অন্তিমে বাঁধি জীবনের উচ্চকিত মিল।

নেকড়ের হন্যেয় দেশ ছিন্নভিন্ন, সন্দেহ ও ভয়
কলুষ ছড়ায় দুই হাতে, গায় শৃগালে বাহবা!
তবুও আকাশ ছায় আমাদের মুক্তি উচ্চৈশ্রবা,
মানুষ দুর্জয়॥

আশ্বিনে

(নীরু ও শান্থ মজুমদারকে)

আশ্বিন বুঝি ! আশ্বিনে কাঁপে ঘর
আকাশে মুখর চাঁদের স্বচ্ছ স্বর
হালকা আকাশে আশ্বিন থরথর।
ভেঙে যায় ঘুম। ক্লান্ত কালের ঘুমে
সদ্য অতীত মৃত, নেই ভয় ডর।
বাল্যের স্মৃতি যৌবন মরসুমে
বাড়িতে বাড়িতে ছাতে ছাতে থরথর।
জেগেছে আমার এই তো সেই শহর।

স্বপ্নের দিন রাতের জীবনে মেশে
সেকালে একালে অবাক বাঙলাদেশে
আশ্বিন আসে সচ্ছল নির্ভরে
শহরে শহরে লক্ষ গ্রামের ঘরে
আকাশে হাওয়ায় আলোয় উন্মুখর
হাল্‌কা মেঘের শত কিন্নর হেসে
শ্বেত উত্তরী ওড়ায় কিশোর বেশে
হাসে পার্বতী, দেখে পরমেশ্বর।

সোনার কাঠিতে এই তো সেই শহর
পূজার ছুটির পাহাড়ে পাহাড়ে ছোটে,
খেতের সোনার লালমাটি ফুলে ফোটে
আকাশের নীলে, মেঘের আঁজিতে লোটে
চোখের আরাম প্রাণের আরাম তার
স্বচ্ছ আকাশে, দু বাহুর বিস্তার
কাঁকরের দেশে বালিনদী শালবনে

নিটোল পাহাড়ে আকাশ প্রতীক বোনে
উতরাই আর খাড়াইতে দুস্তর।

আশ্বিন আনে চোখের মুক্তি নীলে,
হৃদয় ছড়ায় ঢলের জলের মিলে,
পায়ের মুক্তি, মুক্তির নিশ্বাস
মাঠে-মাঠে মেলে, শরতের ঘাস, কাশ,
উদার পৃথিবী তারই মাঝে দিল্‌দার
ঘর বেঁধেছিল শিল্পী প্রেমের তার
আশ্বিনে বাঁধা ঘর।
এদিকে পাহাড় ওদিকে চূড়ার সার—
এই পার্বতী এই পরমেশ্বর।

ভেঙে যায় ঘুম, চাঁদের আলোর ডাকে।
এই তো জীবন নাজেহাল হিমশিম
চাল নেই চুলো হিন্দু ও মুস্‌লিম
শুনি শুধু আছে, দেখি শুধু উন্মাদ।

আশ্বিন আসে নির্বাক প্রতিবাদ
মুকুরিত হাসি তার
সোনালি ধানের হাল্‌কা হাওয়ায় আলোকিত প্রতিকার
নির্বিরোধের সহজ অঙ্গীকার
হাওয়ায় ছড়ায় শালের চূড়ায় গোলাপবনের বাঁকে—

স্মৃতির মুক্তি, চলে যায় পশ্চিম।
বহু আশ্বিনে কাঁপে দীপালির হিম,

আগুন নেভায় চাঁদের আলোর চর।
পশ্চিমে যাই, চলে যাই উত্তর
চলে যাই। আহা বাংলোর সেই ঘর!

ঘুম ভেঙে যায়, জানলায় আশ্বিন,
বর্তমানের পাক খুলে যায় চাঁদ,
ইতি ও নেতির অতীত সে প্রতিবাদ
গত আগামীর দুহাতে ছড়ায়
আলোঢালা স্রোতে রাতে মিশে যায়
কালো কালো কটা দিন।
কানায় কানায় আলোয় হৃদয় ভরে
আকাশে মিলাই ছাতে ছাতে সুন্দর
এই আশ্বিন এই তো সেই শহর।
শির্‌শিরে হাওয়া সঙ্গীত মর্মরে
আমার হৃদয়ে ঢেলে দিলে আশ্বিন॥

বহুবড়বা

পশ্চিমে ছাড়ে চিত্রকরেরা তুলি,
অস্তসূর্য নাজেহাল রঙে রঙে,
প্রাণহন্তারা হার মানে এই জঙে।
আকাশ ছেয়েছি হৃদয়ের সাত রঙে—
আকাশে তোমারই চম্পক অঙ্গুলি,
প্রত্যহ দিই তোমাকেই দিনগুলি।

মিতালি ছড়াও দুই হাতে ডাকো পাশে
সহৃদয়জনে, কাটে দিন শত কাজে।
কর্মিষ্ঠা যে তুমি শর্মিষ্ঠা যে!
তোমার নয়নে প্রাণের প্রতিমা রাজে,
দেবযানী তুমি, প্রত্যহ-প্রত্যাশে
তোমাকেই দেখি তীব্র সন্ধ্যাকাশে।

সন্ধ্যা ঘনায়, শহরের ঘুল্‌ঘুলি
রঙে রঙে ভেঙে প্রান্তর একাকার,
উদার বিরাট অনাবৃত গ্লেসিয়ার
আকাশে আলোয় হিমালয়ে একাকার,
তারই মাঝে তুমি মুদ্রিত অঙ্গুলি
বরাভয়ে, আনি কৈলাস দিনগুলি।

...

অন্ধকার চেনা ছিল অনেক শ্মশান
আমার হৃদয়ে বহু অন্ধকার চেনাশোনা বহুকাল
অন্ধকারে বহু দিনরাত শুনেছি শূন্যের গান।

করেছে তুষার কালো রুদ্ধ হৃদ্‌স্পন্দে আনাগোনা
নরকের হিম অন্ধকারে
বিবর্ণ তুষার এই হৃদয়ের বহু পদপাতে
করেছে নিঃশেষ বহুকাল বহুবার—
প্রচ্ছন্ন তুষারদেশ প্রশান্তির শুভ্র আমন্ত্রণে বা কখনো
উজ্জ্বল কৈলাসে কোনো পার্বত্য আবেগে
কখনো বা মানসহ্রদের এক মোহমুক্ত মাঘে—
হঠাৎ বিদীর্ণ বক্ষ, হিমশিলা চূর্ণ চূর্ণ স্রোতে,
হঠাৎ তুষারচোরা ভেঙে যায় আবর্তে গভীর,
হঠাৎ তুষারদ্বীপ ওঠে জেগে, অসীম শূন্যতা
ওঠে জেগে, নরকের অপমানে লেগে
উচ্চকিত শীত দেখি গুপ্তচর হৃদয়ের অঙ্গার নিদাঘে।

তবু একী অন্ধকার! (এ কোন্ কটাহ
মান্তোভানি! বলো তুমি) প্রাণের প্রবাহ
স্রোতস্বিনী, সবুজ, শ্যামল
প্রান্তর, পাহাড়, দেওদারবন তিমিরমগন সব পুড়ে অন্ধকার
অসহ্য অঙ্গার সব আসমুদ্র হিমাচল
একমুঠি ক্ষার নীল যমুনার জল দগ্ধ শমী অন্ধকার
অস্থির সিন্ধুর তীর, গঙ্গা বিড়ম্বিত আজ
কর্ণফুলি ভিক্ষাঝুলি কলকাতার আদিগঙ্গা ভিখারীর হাড়
কোন্ রক্তরাগে আঁকা ঝিলমের বাঁকা তলোয়ার মরণে স্তম্ভিত আজ
নির্চেরাগ মিলিত পাপের
এ শ্মশানে সীমা নেই, এতো নয় দাহদীপ্ত ঘাটের মশান
এ আকাশ নীরন্ধ্র, আকাশ
পাপের মিলনে ভয়ঙ্কর মত্ত অন্ধকার চলে জাঠা

অন্ধ নেকড়ের পাল
চিনি না করাল এই মহাকাশ দগ্ধ অন্ধকার।

উপমায় খুঁজেছি সান্ত্বনা
ওঁ উষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ
গান্ধীজির অস্পষ্ট উষায়
সামন্তের সন্তের শেঠের নাটকীয় উষসীর বর্ণ সমারোহে
তোমার নির্মোহ ডাকে বিলম্বিত তানে
পেয়েছি উপমা সজ্ঞে
উপমার স্রোতে দেখেছি তো অন্তঃশীলা
ঘূর্ণাবর্তে মাতে, মাতে হাজার খাঁড়িতে
মোহানার শত মোহ স্রোতে আসন্ন মুক্তিতে দিশাহারা—
স্বপ্ন বাঁচে কর্মে
কর্ম দুঃস্বপ্নে অস্থির।

মিলাক্ আমারও সত্তা শত ঘূর্ণীপাকে, একাকার
টলোমলো সমুদ্রের একরাশি জলধারা হাজার হৃদয়
হোক্ হোক্ শত আত্মম্ভরিতায় কানা নদী মজাখাল
সবাই সবাই আজ খুঁজে পাক্ কপিলের গুহা,
মহিমায় মিলাক অণিমা, কমলে কামিনী কিম্বা
কালীয়দমনে।
সমষ্টির গুরুভারে অহল্যার স্বকীয় মর্যাদা
ধার দিক সবাকেই বিপ্লবীর লঘিমা দুর্বার
লাখো লাখো ঘোড় সওয়ার সমুদ্রের ঢেউ—
সফেন চঞ্চল নৃত্যে সমুদ্র ছাড়া কি কিছু কেউ ?

তাই তো তুলনা খুঁজি অদ্বৈত সাধনে তাই সমুদ্রেই ধাই
এদিকে হৃদয় চিরদ্বৈতাদ্বৈতে গায় নীল যমুনার তীরে অণুর সঙ্গীতে
বিজন তমালতলে অসংখ্যের বংশীরবে প্রাণের বৈভবে
মিলন-বিরহে চিরবাহুবদ্ধ রাধা।

কিম্বা উৎপ্রেক্ষা খুঁজি স্বরে গানে
কোমল গান্ধার যথা আপন অস্তিত্ব উৎসর্গে
সপ্তকের বিন্যাসে বিন্যাসে গোষ্ঠীচক্রে প্রাণ পায়
কানাড়া কিম্বা মেঘমল্লারে বা মালকোশের লম্বিত বাহুতে
যমুনা ! সমুদ্রে দাও ছায়া দাও
মুরলীমায়ায় দাও নীল তমালের বনছায়া
চিরবিরহীর বাহুবদ্ধ চিরমিলনের সাধা
কোমল গান্ধার ! জাগো বহুর বাড়বে
ব্যাপ্ত দেয়ালিতে মেল সত্তার অগম অন্ধকার
অন্ধকারে আনো কোজাগরী।
ব্যক্তিস্বরূপের দীপে দীপে জালো তারায় তারায় রূপের আরোপে
বিরহে মিলন আর দুর্ভিক্ষে বসুধা
সূর্যে চন্দ্রে মানুষে মানুষে গোষ্ঠীর আসর।

...

স্বরে স্বরে আর ফাঁক নেই
স্বপ্ন আমার মেলালুম
তোমার অন্ধ বাহুতেই
বন্ধু, এতে দেমাক নেই
মিলে প্রাণ পাবে বেমালুম।
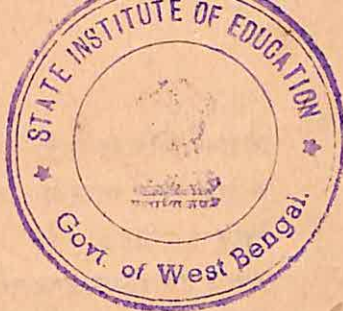
তুমি ছাড়া আমি অগোচর
তুমি কর্মের কার্বন্
তুমি বিনা আমি ফাঁকা ঘর
আকালের গ্রামে পার্বণ
নীরন্ধ্র সুর, ফাঁকা স্বর।

আমি ছাড়া তুমি উত্তাল
নিশি পাওয়া নেশা, দুর্বার
ম্যামথ ছুটেছে চারিদিক
ঝড় যেন এক, বেগ তার
প্রাকৃতিক, ও অমানুষিক।

তোমাতে আমাতে নেই মিল
তবু তুমি আমি একাকার
তোমার বাহুতে তোলো খিল
আমার হৃদয়ে খোলা দ্বার
দিনে রাতে গড়ি এ নিখিল।

...

প্রকৃতিতে মিলে থাকে আলো অন্ধকার
চক্রে এক অনাদ্যন্ত, বোধ্যদুর্বোধ্যের অতীত
স্ত্রী পুরুষ থাকে যথা, উভয়ত সম্বন্ধে একক
জৈববিশ্বে অপঘাত ও স্বভাবে নিয়ত, আদি অন্তহীন,
সমষ্টি ব্যষ্টির শত শত আপতিক জৈব সমাধানে।

আমারও জীবন করে হৃদয়ের দ্বারে করাঘাত
অহর্নিশি বিপ্রলব্ধা, সদা করে নামসঙ্কীর্তন

জীবনের, জীবনের আশা
অন্বিষ্টের দীক্ষা আনে কানের কিনারে, প্রাণে
স্থিতি ও গতির
সঙ্গতে গম্ভীর এক ধ্রুপদ বন্দনা যেন জীবনেরই পাখোয়াজে
জীবিকার আসরে আসরে !
তবুও অন্বিষ্ট কেন
অন্বেষার পথে পথে, লালদীঘিতে বিকেল পাঁচটার ভিড়ে
দিশাহারা, সপ্রতীক্ষ, ক্লান্ত, উদাসীন ?
জানি না কোথায় শেষ এ প্রচণ্ড জোয়ার-ভাঁটার
ঘাটে ভাঙা ট্রাফিকের, কিম্বা বুঝি শোভাযাত্রী ঢেউ !

এতো নয় সমুদ্র বা নদী কোনো প্রাকৃত উপমা
এই ব্যক্তিসমাজের সীমা পার থেকে অগোচর
শোথমত্ত জলেরই গভীরে এই সাঁতারু হাতেই
সীমা বুঝি পরিমেয়
রুদ্ধশ্বাস জীবনের প্রচণ্ড আশায়
স্বপ্ন আর কর্ম যেথা একাকার ভ্রূণস্থ মাতৃত্ব যেন
জীবনমৃত্যুর ব্যষ্টি-সমষ্টির ঘূর্ণী কিম্বা বন্যা উন্মুখর স্রোতে
জীবনেরই আশা, শুধু আশাবাদ নয়,

জীব জগতের সুস্থ নিয়মে যা স্বাভাবিক
যেন কাঠ খড় কুটা কিম্বা উপড়ানো বট কিম্বা অশথের চারা
শূন্য আশাবাদে কিম্বা দুঃখের সন্ত্রাসে ভাসে তরল দ্বন্দ্বের ছন্দে
প্রাকৃতিক আত্মদানে যেন কোনো দামোদর অজয়ের বানে
সমষ্টির বৃত্তে ব্যক্তিহীন অনর্থক খাণ্ডবে নিঃশেষ—
নয় সে বড়বা,
এক হোক এককের বহু বহু বহুধায় এক
সোঽহং কাময়ত দ্বিতীয়ো মে আত্মা জায়েতেতি

সেদিন তুমি যে কথা বলেছিলে—
অক্ষয় সে দিন!
বলেছিলে সেই যে কথা কানে কানে
অনেক তারার গানে গানে
ধলভূমে সেই পলাশবনের স্তব্ধদীঘির নিদ্রাবিহীন তারার নিচে—
নিচেও তারা,
চোখের তারায় আকাশ এনে
লাল মাটিতে আকাশ হেনে

সেদিন জীবন হারিয়েছিল স্থির সীমানা
জীবনমরণ রক্তেজানা কথায় জানা কথার পাকে
নিশ্বাস প্রশ্বাসে জানা
হাতে-হাতের মুখর ডানা সব সীমানা উড়িয়ে দিয়ে
তারার গানে
পলাশবনের মাটির টানে তোমার আমার দুইটি পাখি—
একটি পাখিই একটি সদসৎ
ডাইনে বামে এক তালাতেই পেয়েছিল যতি।
সোঽবিভেত্তস্মাদ্
স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ

তোমার আমার মিলন হবে ব'লে

একাকী বিভেতি

সেদিন তুমি যে কথা বলেছিলে
সেই একতায় নিঃশেষ হোক্ এক ও বহুর নেতি॥

সন্ধ্যা রাত্রি ভোর

ছোটো ছোটো মেঘ দলে দলে
হাজার ধবলী স্থির, চলে নাকো, কার বাঁশী শোনে
কার নীলজলে কিবা তরল সঙ্গীত এই সবে স্নান সেরে।
হৃদয় রাঙালে তুমি, হে প্রকৃতি, অপ্রাকৃত কিবা কৌতূহলে
বলো কার প্রতীক্ষায় হে অভিসারিকা
আগমনী রাত্রির আভায়।

মুছে গেল মরীচিকা
কালো ইতিহাসে বলরামপুরের জঙ্গলে
বিদেশী প্রহরী রূঢ় কঠিন পাহাড়।
আকাশে উঠল এক পঞ্চমীর হাড় আর হাওয়া,
আর ছোটে দঙ্গলে দঙ্গলে অন্ধ ও অসাড় মৃত্যুভয়ে ঘেরা
অসহায় গোপিনীর মতো ছোটে পাণ্ডুর মেঘেরা
যেন কোনো লঙরের খাওয়ার সন্ধানে
কলকাতার পথে পথে অনাহারী ভিড়ে
ভিখারী স্বামীর পিছে চলে পতিব্রতা
কিম্বা কোনো কাঁদুনে-বোমায় ডালহাউসির ফেরারী জনতা।

প্রেয়সী! দুর্লভ তুমি, হে প্রকৃতি দূর!
তোমার পুরুষ আজ দঙ্গলে দঙ্গলে বর্বর ক্ষুধায়
মরে দলে দলে দেখ শূন্য সাম্পরায়ে ছাই মাটি ধুলা
ছোটো ছোটো মেঘ দলে দলে
কোথায় মমতা!
কিম্বা তারা কি তারা
সূর্যাবর্তে ইতিহাসে জ্যোতিষ্ক অধ্যায়ে

গ্রহকক্ষ, নক্ষত্র, নেবুলা—
পঞ্চমীর সতর্ক আকাশে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রেরা জলে

অতন্দ্র প্রতীক্ষারত নিশিভোর নক্ষত্রনজ্ঞেরা
জেলে রাখে পঞ্চমীকে হাড়ের মশালে
পার ক'রে দেয় রাত্রি চুপি চুপি হাতে হাতে উষসী-উষায়
প্রভাতের স্বপ্নে লাল কৃষ্ণপক্ষশেষে এক আশ্চর্য সকালে ॥

আমার স্বপ্ন

কতো দুর্যোগ, কতো দুর্ভোগ যায়!
বিরাট কালের বিপুল তেপান্তরে
হাতছানি দেখি তোমারই বটের ছায়ে,
তোমার হাজার ঝুরির প্রাণের বরে
প্রাণ পায় মৃত আমাদের যৌবন।

মোহিনী নয়কো, মানুষেরই নির্মাণ
মাটির মানুষ, একাগ্র দিনমান
শিক্ষিত চোখ, সদাসতর্ক কাজ,
প্রখর হৃদয়, লেনিনের মনপ্রাণ
হাজার বাহুতে এনে দিলে যৌবন।

কতো দুর্যোগ, কতো দুর্ভোগ যায়!
গঙ্গা কে কবে মেশায়রে ভল্‌গায়—
আমাদের রাত আমাদেরই দিন জানি,
মানি না কুহক, শুধু দুই হাতে আনি
তোমার হাতে এ অনুজের যৌবন।

জ্যৈষ্ঠ! তোমার নির্মাণ প্রতিভাস,
আমার স্বপ্ন গঙ্গার চরে চরে
মেঘনার স্রোতে গড়ে তুলি ইতিহাস
উজ্জীবনের বিরাট তেপান্তরে—
সন্তত দেখ পরিণত যৌবন॥

বিল্ আর্চর-কে

পাহাড়ের পাঁচ মাথায় খুল্‌ল চুল, নাকি ভ্রমর ?
উন্মনা ওড়ে তেপান্তরের তৃষা—
বাতাসে কি তার হৃদয় উন্মুখর ?
উজ্জয়িনীর বাসা খোঁজে, নাকি খুঁজছে সে বিদিশাই ?

পশ্চিমে ওড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি,
পোড়া মহুয়ায় মধু খুঁজে খুঁজে ওড়ে,
হৃদয় উদাস অনেক হৃদয় মৌমাছি
করুণ আকাশে ওড়ে আর ওড়ে শেষের সোনায় পোড়ে।

বাতাস মুখর, কীর্তনীয়ার কলি
মধুর আখর অনেক হৃদয় হল
মেঘে মেঘে হল বৃন্দাবনের গলি
কাংস্য আকাশ মেঘে যায় উচ্ছলি

বিদ্রোহ আজ বৃদ্ধ স্মৃতির বলি।

গোপীকন্দরে বৃষ্টি নামল বুঝি
দামিনের জমি ভিজে প্রাণ ভরপূর
কাটিকুণ্ডের মেঘমালা মেয়ে যতো
ফসলফলানো ঢেউদোলানিয়া হাওয়া
মেদুর ঘাসে ও ঋজু শালে করে ধাওয়া
নাচবে এবার বাহু বেঁধে ধ্যানরত
ধানের স্বপ্নে, আকাল পালায় বুঝি,
ঘরোয়ায় ঘেরে গন্ধর্বেরা দূর।

সিদো চুপ আর স্তব্ধ হয়েছে সে আওয়াজ কান্হুর ॥

কালের রাখাল শিশু : ২১শে ডিসেম্বর

তোমাকেই দেখি আমি,
নিত্য দেখি, শুনি প্রত্যহের বিকাশে খেলায়
দেখায় শেখায় একাকার তোমার বিভোল্ নৃত্য,
গানের চিৎকার, কান্নার বৈশাখী
আর আশ্বিনের হাসি, কাকলিকথার ঝরনা।

প্রতিদিন প্রতিক্ষণ আবিষ্কার নূতন তোমার
প্রতিদিন বিশ্বজয় খেলা বা সক্রিয় জ্ঞানে, হে বালকবীর,
দূর থেকে শুনি তোমার আমার ভেদ, স্মৃতির সাযুজ্যে ভুলি,
চতুর প্রৌঢ়ত্ব আর চপল প্রজ্ঞার মধ্যে
দুস্তর বছর—
কাল যেন মহানদী সাঁৎরায় উদ্‌ভ্রান্ত অস্থির—

কিম্বা যেন বনের কিনারে কাঠের কাট্‌রায়
জ্বালানির তক্তা সব, আমরা, প্রৌঢ়েরা,
বাল্যের প্রান্তর পারে যারা,
আর তুমি তুমি বাছা সরস সতেজ কচি
শ্রাবণের সদ্য বট—শাল বা পিয়াল।

তুমি মুক্ত, প্রাণময়, নিঃসংশয়, কর্তৃত্বের অধিকার শুধুই খেলায়,
তোমার ইন্দ্রিয় আর মানস নির্দ্বন্দ্ব
বাধাবন্ধহারা তোমার বিচার আর কল্পনার
স্বচ্ছন্দবিহার এহাত ওহাতে যেন নির্মাণে খেলায়
তোমার বাস্তব সারা বিশ্ব, চোখ কান ঘ্রাণে এক
চর্বচোষ্যে ধ্যানধারণায়, সচল কর্মঠ বিশ্ব।

তাই সম্ভবে ও অসম্ভবে নামে
তোমার সমান পদক্ষেপ
ব্যক্তি আর সমাজের দক্ষিণে ও বামে
তোমার অভ্রান্ত ছন্দ
দুহাতে ও আশেপাশে ছড়ানো খেলেনা
আর বর্ণমালা ধারাপাত

তুমিই কি কালের রাখাল
মহাস্থানে বিশ্বের প্রান্তরে
মানুষের পায়ে পায়ে পথের ধারের বটের ছায়ায় ?

আমরাও এপার ওপার সেতু বাঁধি, বাঁশি শুনি
স্মৃতি দিয়ে, আমাদের মানবিক একাত্মবোধের
দ্বন্দ্বময় রোমন্থ স্মৃতিতে বাঁশি শুনি সাযুজ্যের
দেখি তুমি নিরাসক্ত আকাঙ্ক্ষায়
মেলাও ত্রিকাল প্রত্যক্ষের একটি কলিতে
সঞ্চয়ী কারবারে নয়, ঐতিহ্যের নিত্যনব সাক্ষাৎ নির্মাণে।

তোমার অতীত আর ভবিষ্যৎ বর্তমানে অবিচ্ছিন্ন
অথচ মুহূর্ত প্রতি মুহূর্তেই অতিক্রান্ত
কখনো জোয়ারে আর কখনো বা বন্যাবেগে
আপন বিকাশে আর মুহুর্মুহু বিশ্বপরিচয়ে
নৈর্ব্যক্তিক খেলার বিজ্ঞানে কল্পনায় রচনায়
তোমার অখণ্ড সত্তা চঞ্চল সংহত

শোনো শিশু শোনো
মিলাও প্রসাদ তার অসত্যে ভঙ্গুর স্থাবরের এই পা[illegible]

না, না, তুমি দূরে থাকো, আমাদের ক্লান্তকাল
অতিক্রান্ত ক'রে যাও আমাদের পিছে রেখে
চলে যাও পাহাড়ের পরপারে
ঐ সচ্ছল সংহত দেশে যেখানে জ্বালানি নয়
যেখানে পিয়াল কিম্বা শাল বা বটের চারা
বর্ষে বর্ষে বনস্পতি কোনো
প্রাজ্ঞ, প্রৌঢ় ও গম্ভীর, দিউগাশভিলির মতো,
ছায়াময়, হাওয়ায় হাওয়ায় প্রসন্ন, সম্পূর্ণ শাখায় পাতায়
ফুলেফলে দীপ্ত, দান্ত ॥

শিশির

কতো কাল ধ'রে ক'রে যায় এরা কতো না আত্মদান
কতো বিদ্রোহ, কতো ফাঁসি, কতো আন্দোলনের গান
মরণের কানে ক'রে গেছে এই অমর্ত্য ছেলেরা যে
কতো বীর বেশে জীবনকে এরা করেছে মাল্যদান
সে কী নির্ভয় বাঁশিতে মেলানো বাজে।

গুলির সামনে বুক পেতে রাখে মুখ
দ্বীপান্তরের ব্যথায় জীয়ায় এরা যে স্বপ্নসুখ
সেই স্বপ্নেই তুমিও আজ কি দিলে এ আত্মাহুতি ?
এদিকে আকাল উদ্যত, এক হিন্দু ও মস্‌লিম
দেখে যে ঈশানে ঘনায় ভুখ মিছিল
ঘনায় আকাশে সেবার ডাকের মিল

আজও সেই ভয়, আজও শৃঙ্খল, আজও সেই তাঞ্জাম
কোথায় মুক্তি, কোথায় মুক্ত আকাশের অনুভূতি
তাই তুমি দিলে নূতন যুগের প্রারম্ভে প্রাণ বলি
দেশের আর্তত্রাণ
সেবাব্রতের অমোঘ মূল্যে মদমত্তের মুখে দিলে তাই হিম
সত্যের অঞ্জলি
ছিটালে তাই কি কৈলাসখর উমার অশ্রুজলে
তুষারে জ্বালালে দেশের মানুষ, মানুষের সম্মান ?

কাসান্দ্রা

ভোরের সূর্যে রক্তের স্বাদ লাগে
সে কার রক্ত
বীরের রক্তস্রোতে কেন জাগে মাতার অশ্রুজলে
মাতার রক্তে পথের ধুলায় জাগে
সূর্যোদয়ের রাঙা !
শক্ত আলোয় পাঙাশ দিনের চুরমার হাহাকার
হে নবজীবন আনো যৌবন নীলাকাশ জলজলে ।

কাসান্দ্রা ঘুরি অতন্দ্র পথে পথে
অলিতে গলিতে পিতা প্রিয়ানন্ ছায়াময় চোখ ঢাকে
পাথরে পাথরে পায়ে পায়ে হাহাকার
হাড়ে হাড়ে জাগে পায়ে পায়ে চোখ পাথরে পাথরে হাজার
হাজার হাজার ট্রয়ের দগ্ধ চোখ ।
হেক্টর বুঝি ঐ বুঝি বাঁধা রথে
ঘুরে ঘুরে গেছে রথের চাকার পাকে
মৃত হেক্টর হতাহত হেক্টর !
তবু কাসান্দ্রা তবু কাসান্দ্রা আমি
মানিনি তো আমি সূর্যের রাঙা রোখ্ ।

কোথায় তোমার গেল দেখি বলো লীলায়িত যৌবন ?—
কোথায় তোমার প্রজ্ঞাপ্রবীণ বলি ?—
পথের ধূলায় প'ড়ে ও কার ও হায়াসিন্থ্ যৌবন ?—
কার কালো মাথা লাল ক'রে দিল গলি ?—
ও কার শিশুর অনাথ কান্না নামায় পার্থেনন্ ?—
কাসান্দ্রা ঘুরি পথে পথে ; কূট চতুর
কাঠের ঘোড়ায় ট্রয়ের ঈগল নত

নীলাকাশ ছেড়ে পথের ধূলায় হত!
একেবারে বুঝি দেউলিয়া আজ ফতুর
আমার অস্ত সূর্য আমার অরুণাশ্বের রথী
তাই কাসান্দ্রা ঘর ভাঙা উদ্‌ভ্রান্ত,
লুব্ধ সূর্য, তাই ট্রয় জুড়ে চলে
গুপ্তঘাতক, মৃত্যু রুষ্ট ক্লান্ত
অমর প্রাণের মর জীবনের
ফসল ফলানো আলোর গানের
অমর সূর্য ভুলে গেছে আজ
জীবনে মরণ হেনে কতোটুকু কতোদিন কার ক্ষতি ?

কাসান্দ্রা ঘুরি অতন্দ্র চোখ পথে পথে বন্ধুর,
ঈনিয়স্‌ যাক্‌, লোভন ভবিষ্যতে !
অজেয় আমার আলুলিত বেণী, যুগান্তে সংহতি ॥

অন্ধকারে আর

অন্ধকারে আর রেখো না ভয়,
আমার হাতে রেখো তোমার মুখ,
দুচোখে দিয়ে দাও দুঃখ সুখ
দুবাহু ঘিরে গড়ো তোমার জয়,
আমার তালে গাঁথো তোমার লয়।

অসহ আলো আজ ঘৃণায় দগ্ধ,
দূষিত দিনে আর নেইকো রুচি,
অন্ধকারই একমাত্র শুচি,
প্রেমের নহবত ঘৃণায় স্তব্ধ।
আমার হাতে ঢাকো তোমার মুখ॥

প্রচ্ছন্ন স্বদেশ

চেয়েছি অনেকদিন
আজো তাকে খুঁজি সারাক্ষণ
কখনো বা পাশ দিয়ে কখনো আড়ালে
কখনো বা দেশান্তরে কখনো বা চোখোচোখি
কখনো বা ডাকে কানে কানে কাছাকাছি
নিশ্বাসের তাপে একান্ত আপন ছন্দময়
বুঝিবা অলক তার কাঁপে আমার কপালে
কখনো হাওয়ায় লাগে হাওয়া

তবু তাকে পাওয়া আজো হল না নিঃশেষ
বাহুর নাগালে নেই অস্পষ্ট অধরা
অথচ সূর্যের মতো সত্য মাটি যেন ফসলের কাছে
পূর্ণিমার চাঁদের মতো প্রত্যক্ষ অথচ
অতনু প্রবাহ তার
রক্তে তার পদধ্বনি জীবনের স্পন্দনে স্পন্দনে
স্বপ্নে তার হৃদয় সদাই শ্রাবণের তালদীঘি
উত্তরাধিকারে তার দীর্ঘ অঙ্গীকার প্রেরণা পৌরুষে

তবু তাকে খুঁজি সারাক্ষণ
খুঁজি সাধারণ্যে তাকে সাধারণে জনতায় চকিতে নিবিড়ে
দুর্গতির ব্যাপ্ত দায়ভাগে নিশ্চিত আশ্বাসে
জনগণে জনসাধারণে দেশের মানুষে
যে যার আপন কাজে রচনায় রচনায়
মনে হয় দেখা বুঝি মেলে
সমুদ্রে সমুদ্রে দেখি আবেগকল্লোলে
এই বুঝি আবির্ভাব

সাগরউত্থিতা উল্লাসে উল্লাসে শপথে শপথে
দীপ্ত মিলিত ভাষায়
লবনাম্বুরাশিরাশিনিবদ্ধধারায় মেলে বনরাজিনীলা
সভায় মিছিলে তোমাদের আমাদের ভিড়ে
সমুদ্র সে সমুদ্রই নয় বুঝি আকস্মিক বান বুঝি
গান শুধু হঠাৎ জোয়ার
উল্লাস উদ্ভ্রান্ত মরু ঠেলাঠেলি অন্ধ অহঙ্কার
ক্ষমতার পাতাল সন্ধান প্রায় আত্মঅচেতন

পালায় সে মেঘে-মেঘে বজ্রে ও বিদ্যুতে
মোহানার ভাঁটায় ভাঁটায়
আষাঢ়ের অশ্রুহীন হঠাৎ সন্তাপে
রেখে যায় ছায়া শুধু হাওয়া শুধু রেশ
আকাঙ্ক্ষায় আকাঙ্ক্ষায়

সেই ছায়া দিনরাত খুঁজে ফিরি সেই হাওয়া
রক্তে আঁকি সেই ছদ্মবেশ একান্ত আপন
তালীতমালের বনে মৃত্যুবাঁধা রাজপথে
তোমাদের আমাদের সামনে আড়ালে তাকে
বারবার আজো সারাক্ষণ
অস্পষ্ট আসন্ন তবু যেন বা সে
দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী—

প্রচ্ছন্ন স্বদেশ ॥

ত্রিপদী

আমি তো যাইনি রঙ্গিলা কারো নায়ে,
আমি এ মাটিতে, তোমাকে দেখেছি প্রভাতে পিয়াল ছায়ে
জীবন যেখানে আকাশে জমাট একটি নিকষ পাহাড়।

বহু ব্যর্থতা বহু বেদনার বাহুল্যে বর্বর
প্রাণের পাতাল শহরে জীবন অচল অনড় অসহ,
তার মাঝে তুমি সংকল্পের দিগন্ত প্রান্তর।

যেন বা প্রকৃতি। স্থিতির গতির অনন্ত দ্বন্দ্বের
তোমার বিজয়ী সংগঠনের ঐশ্বর্যের পাশে
আমার গ্রীষ্ম পাক্ শরতের সঙ্গতি।

দুইদিকে আজ আমার শারদ জীবনের প্রান্তর,
প্রান্তিক উষা চোখ মেলে চায়, একটি নিকষ পাহাড়,
প্রান্তর চিরে একটি সোনালি নদী।

উপোসীর চোখ মেলাও এখানে কাস্তের কাঁপা সবুজে,
তৃষ্ণার দিশা মিলুক কাঁঠালছায়ায় গভীর ইদারায়,
অনাচার হোক দূর স্মৃতি, কাজ মুক্তির খোলা প্রত্যহে।

নদীর বাঁকের চড়াই পাড়ের ছায়ে
একটি অমর করবীশাখায় শাখায় ধরেছে ফুল,
সেই ফুলে দাও ত্রিপদী ছন্দে আমার মনের উপমা।

পরিবর্তনে ভয় নেই তুমি পৃথিবীর মতো উন্মুখ।
ক্ষয়ে প্রগতিতে অক্ষয় এক সচ্ছল একতান,
তোমার দুচোখে দেখেছি আমার উত্তর

জীবন যেখানে স্বচ্ছ আকাশ, মানুষেরা সব পাহাড়,
মুক্ত শহরে কেউবা সুস্থ গাঁয়ে ॥

শান্তির শরতে এসো

অরণ্য এ মন, ঘনসবুজের বন্য অন্ধকারে
উদ্যত পেশল লাফ, অগ্নিকণা জ্বেলে দুই চোখে
স্তব্ধ অপেক্ষায় বসে হিংস্র থাবা পিপাসিত নখে
প্রস্তুতিতে থরোথরো, যেন রুদ্রবীণা তারে তারে
মোচড়ে মোচড়ে বাঁধা, প্রায়াসন্ন যুগান্তের শব্দ।
অরণ্য এ মন, বর্ণে বর্ণে প্রকৃতির ছদ্মবেশে
উদ্যত ঘৃণার তীক্ষ্ণ আক্রমণ বসে ছায়া ঘেঁষে,
স্থির বসে, যেন ক্ষিপ্র বজ্রের সঙ্গীত স্তব্ধ—
চতুর শিকারী! তুমি সাবধান তুমি সাবধান।

বরঞ্চ অরণ্য ফেলে মাঠে এসো সমান আকাশে,
শান্তির শরতে এসো, শাদা মেঘে এসো নম্র নীলে,
এসো কৃষ্ণসারের গতিতে, বনতিত্তিরের গান
কান ভরে দিক্‌, এসো আমনের সচ্ছল বাতাসে
সংহত মধুর এই মুক্ত স্বচ্ছ সবার নিখিলে॥

তিনটি কান্না

(শান্তি বসুকে)

১

শীতের আকাশে অকাল দখিনা এই মেঘ এই রৌদ্র।

বাসে উঠে এল দুটি ভিখারীর ছেলে।
আমরা হলুম মানিকতলার রাস্তা দেখায় রত—
আমরাও ওগো ভিখারীই—আজো না হয় মাগিনি ভিখ্—
পেল কি পেল না একটি কি দুটি পয়সাই।

মিলে গেল ঘড়ি, ফিরল পেপ্সু হুঙ্কারে।
লাফাল বড়োটা, ছোটোটাকে একা ফেলে,
আড়ামোড়া ভেঙে কবন্ধ বাস কেঁপে ওঠে উদ্যত।

ছোটোটা তাকায় অসহায় চারিদিক—
আমরাও বড়ো অসহায় ওগো, ভয় তাই—
দয়া মায়া সাধে আর না!
সহজে চূর্ণ হয় কি জীর্ণ সংস্কার?
সহজে কি দূর করা যায় যতো অনাচার?

ছেলেটা অন্ধ, ঘোলা দুই চোখে নোনা জল,
রুগ্ন বিকল উপবাসী ক্ষত হাতে,
কে নামাবে তাকে জীবনমরণ ক'রে পণ?
নামাই ক্লান্ত চোখ, যেন ঘুমে, ঢাকি হাত।
শুনেছি মানুষ একদিন হবে একজাত
থাকবে না ক্ষত হৃদয়ে সারবে চোখ হাত
সেই দিন, সেই দিন—

সারা দিন দেখি অন্ধ চোখের আয়নায় দেখি রৌদ্র
সারা দিন রাত শুনেছি আকাশ ক্ষত বিক্ষত কান্নায়

২

আপিসের পাকা ইমারত কাঁপে থরো থরো—
ও কে গান করে নাকি কান্না ?
সূর্যে সূর্যে স্বর পৌছায় থরো থরো,
পথের ভিখারী গান করে নাকি কান্না ?

আয়ের খাতায় আঁকে আঁকে ভুল হয়ে যায়—
ও কি গান করে নাকি বিধবার অভিশাপ ?
জিপিও-র ঘড়ি কলের ঘোড়ায় চড়ে—
ও কি উপোসীর শাপ ও কি ক্ষমাহীন কান্না ?

ফসলফলানো হাওয়ায় সেধেছে সুর
সবুজ স্মৃতির একি দুর্বার অভিযান
স্বামীর বুকের গুলিতে বেঁধেছে সুর
জয়পরাজয়ে ঘরভাঙা একি জয়গান !

মীড় তোলে, জাগো, জাগায় নিঃস্ব উপবাসী,
ও কে গান করে একি অশ্রুশুকানো কান্না,
ফুকারে ওকি ও ন্যায়বিদ্রোহে বাঁশী !
সূর্যে সূর্যে স্বর পৌছায় থরো থরো

ওর গলায় ভেঙেছে অভাবের যত শৃঙ্খল
ওর সুরে সুরে ছেঁড়ে যুগযুগান্তব্যাপী ছল—
লালদীঘি ম্লান আন্‌মনা ওর কান্নায়
আয়ের ব্যয়ের আঁকে আঁকে ভুল হয়ে যায় ।

৩

দেখেছি তাকে পথের মোড়ে, ভিখারী, গুনি, দুর্ভোগ,—
পাগল নাকি ? পাগল নয় মোটেই !
প্রবল বেগে দু হাত নাড়ে ঝড়ে ঝাউয়ের ঝাপটানি
কিম্বা যেন ঈগল দুটি বৈশাখীতে ছোটে।
শহরে পথে যেন সে এক প্রাকৃত দুর্যোগ—
পাগল বুঝি ? পাগল নয় মোটেই ?
প্রবল বেগে নাড়ায় মাথা ঝড়ে তালের কাতরানি
কিম্বা যেন লিয়র্ মাথা কোটে,
লিয়র যেন বুড়ো লিয়র তেপান্তরে ঝড়ো
পাগল রাজা—পাগল নয় মোটেই ?
কতো রিগান্ গর্ণেরিল্ যে দু পাশে হল জড়ো
কতো না এড্মণ্ড্ কানাচে জোটে।
লিয়র যেন, রাজ্য নেই, দেয়নি শঠে শাঠ্য,
পাগল, নাকি পাগল নয় মোটেই,
বিলিয়ে দিলে হৃদয়টাই এই কি তার নাট্য—
রাজ্য তার দুপাশে কারা লোটে !
দেখেছি তাকে পথের মোড়ে ঝড় নামায় হাওয়ায়
এমনি তার ঝাঁকড়া মাথা কোটে,
ঝোড়ো হাতের ঝাপট হানে আর্তনাদের বন্যায়
পাগল ? নাকি পাগল নয় মোটেই ?
কান্না তার বিদ্যুৎ বা আগুনজ্বালা চিৎকার,
রাজ্য তার দুপাশে কারা লোটে
ভিখারী নাচে যেনবা সারা দেশেরই কোনো লিয়র,
কান্না তার দু চোখে বাজ ছোটে ॥

টাইরেসিয়স

গৃহিনী বেয়াড়া বড়ো, এতোদিনে সেই একরোখা
স্বভাব যায়নি দেখ ? অথচ শাসন এ বয়সে
খারাপ দেখায় জানো, চিরকাল দিয়েছ তো ধোঁকা,
এবারেও ভেবে দেখ, যাহোক আনতে হবে বশে—
মেয়ের বিবাহ যদি দিতে হয়, হবে সে এখানে।
সৎপাত্র সন্দেহ নেই নামাবলী বাঁড়ুজ্যের ছেলে
ধার পায় হেসে খেলে ছয় অঙ্কও যেখানে সেখানে,
রাত্রে বাড়িই ফেরে, গাড়ি থেকে নামে অবহেলে,
যতোদূর জানি আজো ভোগেনিকো পারা বা গর্মিতে
কাবারে-তে হাস্থক না, সিনেমায় রোজ বুঝি যায় ?
দিনে যে বেজায় কাজ, শেষটা কি ভুগবে ভিরমিতে
লালদীঘি চষে খেয়ে বড়োবাজারের ধানধায় ?
বাঁড়ুজ্যে স্বনামধন্য আজ হিন্দু কাল কংগ্রেসী
আজ মন্ত্রী শালা তার, কাল মন্ত্রীবদলের চাঁই,
তারই ভাই, নাহয়তো ভায়রাভাই, ত্যাগী, সং-বেশী,
এজেন্সি অনেক হাতে, শুনলে তুলতে হবে হাই,
কলেমিলে চর্বচোষ্য মুঠি মুঠি শুষে নেয় সোনা,
পিসে তার বাঙলার প্রাচীন বিখ্যাত জমিদার,
মেসো তার দিল্লীশ্বর অর্থাৎ দিল্লির মস্নদে
দক্ষিণে আসন তার আসমুদ্র বাহুর বিস্তার—
তারই ছেলে আহা, আহা ! গৃহিনী বলেন, বাছা মদে
প্রায়ই ডোবে, রং নাকি তার কিছু কালো নাকি মোটা,
কলেজে পড়েছে তবু পরীক্ষায় হয়নি প্রথম
(বিশ্ববিদ্যালয় অনুসন্ধিৎসুরা মিছে দেয় খোঁটা)
এই পাত্র—নথ নেড়ে (নথ খোলা) করেন খতম

প্রায় বুঝি গৃহিনী ! তা দিন রেগে দিতে চান খিল
এ বয়সে, করে নাও বাঁড়ুজ্যের বৈবাহিক ডীল ।

সত্যিই ও ধনী নয় ধনী যদি বলো
রথসচাইল্ড কিম্বা মরগন
নুন পাট দেওয়ানী আবগারী
তেজারতি দেবত্তর ফৌজদারি চুরি বা চামারি
চাকরি দালালি
এ হাতে হারামি আর ও হাতে হালালি—

ও নয় সমুদ্রযাত্রী সপ্ত সমুদ্রের পারে
বাণিজ্য চণ্ডীর দীর্ঘ আরাধনা
খালের পুঁটি কি দেখে কমলে কামিনী
দাস পায় প্রভুর সাধনা ?
কোথায় চর্চিল কোথা সেসিল্ রসেল
মাউন্টবাটেন হেস্ অভিজাত ইংরেজের ফরাসীর
কোথায় তুলনা এই সোনার বাঙলায় ?
কোথায় নর্মান্ ক্ষিপ্র লুটেরার বংশধর সুজলা সুফলা
ভারতের নরম পলিতে হারুণআল্‌রসিদও স্বপ্ন—
এখানে কিছুই নেই সামন্তবিলাস শুধু ধোঁয়া
আবুহোসেনের স্বপ্ন এখানে কাহিনী শুধু ফাঁকি
বহরের স্ফীতি আর পানাহার নারীর দেহের শুধু নির্লজ্জ সন্ধান
এখানে বুর্জোয়া বাবু নববাবু ব্যবসা চালাকি
সাম্রাজ্য বুদ্বুদ সার্থক জনম মাগো
হুতোমের খেয়াল অদ্ভুত, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া ।

আমার ত্নচোখ অন্ধ, আমি শুধু দেখি ইতিহাসে
আকর্ণ বিস্তৃত তিক্ত নাট্য পরিহাস এই সধবার একাদশী
ভাদ্রের গুমোট শুধু
বৃষ্টি নেই, রৌদ্র নিরুদ্দেশ।

তাহলে চুক্তিই ভালো, সত্য যদি বিশ্বযুদ্ধ বাধে
তাহলে দাঙ্গায় আর কাজ নেই? ঝঞ্ঝাটও অনেক
তাছাড়া দেখায়ও বিশ্রী, বিশ্বযুদ্ধ চাও আর সাধে?
দপ্তরী পালায় দর্জি মিস্ত্রী যায়, ভদ্রতার ভেক
জীয়ানো কঠিন হল, মুরগী ডিম হুর্লভ পাড়ায়।
তার চেয়ে যুদ্ধ ভালো মিলে মিশে হুই সরকার
কলকাতায় কণ্ট্রোল্ দিক চীন বর্মা ঐ পা বাড়ায়
ওদিকে মালয় মাতে, ভিংমিনের ব্যবস্থা দরকার?
কলকাতাই আস্তানা হোক্, তৃতীয় দফায় নেবে ক'রে
দ্বিতীয়ে যা পারোনিকো, ইতিমধ্যে হয়েছ লায়েক
পয়সাও শুরুতে যদি লাগে তবে ঢালবে নির্ঝরে
চাল ডাল কয়লা মাছ ধুতি শাড়ি কাঠ লোহা—চেক্
সবেতো এবার পাবে সত্য যদি বিশ্বযুদ্ধ বাধে।
বিশ্বযুদ্ধ! এদিকে ছেলেরা সব বয়ে গেছে খরচ অনেক
মেয়ে চায় শাড়ি, গাড়ি, দাঙ্গা যাক যুদ্ধ চাও সাধে—
তোমাকে কে শিবা বলে তোমরাই তো মাথার ইলেক
দেশের মাথায় দশ, মনুষ্যত্ব থলি কার বাঁধে?

আমার ত্নচোখ অন্ধ অতীত ও ভবিষ্যৎ স্মৃতি শ্রুতি
তোমার উলঙ্গ রূপ তাই দেখি রোজ
তুমি তো দেখনি দেশ অনাহার কাকে বলে

দেখনি তো সারাদিন ঘুরে ঘুরে
লঙরখানার পাশে সন্ধ্যার নৈরাশে
নিজের শিশুর মুখ
অনাগত আহারে উন্মুখ
দেখনি সঙ্গিনী স্ত্রীর বিবস্ত্র ব্যর্থতা
অসহায় রোগের লড়াই
তুমি তো দেখনি দেশ, এই দেশ
বিরাট, উদার, উর্বর, প্রাচীন, রঙিন, উজ্জ্বল আসমুদ্র হিমাচল
তুমি জানো শেয়ার-বাজার বোর্ডের মিটিং
তুমি তো দেখনি কারো শৈশব কৈশোর
প্রাণের গৌরব কারো যৌবন এড়িয়ে
তুমি ভাবো প্রৌঢ়ে দেবে পা হে শূন্য শ্রদ্ধেয় পুরুষ
বার্ধক্যও ভাগ্যে নেই, তুমি নেই—
তুমি দশ নেই
শুধু দেশজোড়া এই রয়েছে মানুষ
বেঁচে আর মরে এক ও অনেক।

কেন বলি নিন্দনীয় ? দুর্বোধ তোমাকে বলি সাধে !
নিয়মিত দিনরাত্রি, সচ্চরিত্র ভদ্রলোক তুমি,
ফৌজদারী করোনিকো, ধরেনি তোমাকে ফরিয়াদে,
নির্বিঘ্নে সংসার করো, সৌভাগ্য সুন্দরী স্ত্রীর স্বামী,
সৌভাগ্য বাজার দরে আজো তুমি হওনিকো কাবু।
অথচ বণিক যদি বলি তবে সেও সত্য নয়,
মন্ত্রীত্বে কামনা নেই, আপাতত দেশভক্ত বাবু
কারণ তোমার পক্ষে সরকারে তদ্বির শক্ত নয়—
আপাতত দিন যায় পরিমিত সংস্কৃতিসম্ভোগে :

আনন্দ অমৃত পড়ো নিত্য পড়ো নেশন স্টেটসম্যান্‌ও !
ফুটবল ক্রিকেট দেখ, ধরেনিকো আজও ঘোড়ারোগে
সিনেমা সপ্তায় যাও চারবার কেবল, এহেন
সাত্ত্বিক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, সিগারেট একমাত্র নেশা
কদাচিৎ মদ্যপান সময় কাটানো যার পেশা—
তুমি কি দেখেছ ক্রীট ; সাততলার ঐশ্বর্যে আদিম
ভাসতে পেরেছ
গিয়েছ কি মহেনজোদারোর ভিতে
কঙ্কালে সমৃদ্ধ সেই নালায় সিঁড়িতে
কুবলাই খানের সোনা প্রাসাদের তক্তের পিঁড়িতে
মেদিচি সম্ভারে তুমি স্বপ্নেও কি হাসতে পেরেছ
পায়াভারি শাতোয় কাস্‌লে কিম্বা কোম্পানি কার্টেল ট্রাস্টে
পেয়েছ আপন নাম ?
প্রাদেশিক, গ্রাম্য, তুমি নেহাত মাঝারি
তুমি তো কিছুই নও ধনী নও এমন কি নও তার ছবি
নও তুমি ভিখারী পথিকও ।

তুমি নও সাধারণ জনসাধারণ দেশের জনতা
দশ তুমি, মুষ্টিমেয়, টানাটানি, তবুও ধনীই ?
নেতৃস্থান তোমাদেরই ? মন্ত্রীত্বের কানাকানি হাতেরই ক্ষমতা
যখন যে খেল্‌ চাও, তুলে ধরো রাহু বা শনিই ।
ভারতের মাথা, সেই মাথাই কি আজ টলোমলো
বাঙলা বিহার থেকে দিল্লি চলো সুদূর পঞ্জাব—
তবে এত ট্যাক্সো কেন, কিইবা নগদ আর বলো !
দিন আনো দিন খাও, তিনদফা ফেঁদেছ হিসাব—

চলেছ যে কোন স্বার্থে, বেঁচে আছ কিসের পিয়াসে
আমি জানি ইতিহাস টাইরেসিয়স্

আমার দুচোখ অন্ধ, আমি শুধু অন্ধকারে দেখি
অতীতের কাদা আর ভবিষ্যৎ রাবিশে কাদায়
বোজানো ডোবার জল
তোমাদের-প্রাণের পল্বলে মানুষ বাঁধে না বাসা
স্রোতের বিস্তার নেই
মাছও নেই, কাদা, ধূলা, মরা ব্যাং
রৌদ্রে শুকায়
তোমাকে দেখেছি নেই তোমার নিস্তার ॥

হাওড়া ব্রিজ

এ তবু জাহাজ নয়,
মাস্তলে মাস্তলে ক্রেনে ইস্পাতে কংক্রিটে
সাঁকো শুধু, ভিটে নয়, বাসা নয়,
জীবনের ঘাটি নয় ;
জলাচারহীন, হাওয়ায় ঝোলানো শুধু,
এপার-ওপার লোক চলাচল করে
মাটি থেকে মাটি ;

তলায় জলের স্রোত জোয়ারে ভাঁটায়
খরস্রোত কালস্রোত যেন,
যায় এক মোহানায় পলিতে পলিতে,

এবং উপরে—উপরে তো সাঁকো শুধু
এপার-ওপার সারাদিনরাত করে
অবিরাম আনাগোনা
জীবনের স্রোত
যায় কোন্ মোহানায়, কোন্ ভরাটিতে ?
দেশবিদেশের স্রোত
প্রত্যহের সপ্তাহের পালাপার্বণের
জীবনের মরণের নাকি বুঝি মরণের জীবনের,
জীবিকার, জীবিকাহীনের, উদ্বাস্তুর, বুভুক্ষুর,
উন্নাসিকেরও, কদাচিৎ আমীর ওম্‌রার—
সর্বদাই হাওয়ায় কে যায়—
জনস্রোত চলে, কাজে বা অকাজে, ঘরে,
প্রত্যাশী সকালে, মধ্যাহ্নের শোথে, সান্ধ্য ব্যর্থতায়,

এ তবু জাহাজ নয়, ঢেউয়ের মিছিল নয়,
জলচলহীন,
সাঁকো শুধু, এপার—ওপার জলে,
চলে শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে, গ্রামে ও শহরে,
গ্রামের সন্ধানে, শহরের অন্বেষণে প্রতিদিন,
পশ্চিমে, বাঙলায় ॥

যম-ও নেয় না

তুমি তো দেখেছ তাঁকে ? আমাদের বুড়ি ঠাকুমাকে ?
পেয়েছেন বহুতাপ, দেখেছেন বহুপাপ, মৃত্যুও অনেক,
তবুও অম্লান প্রাণ, শুভ্রকেশ সৌন্দর্য আরেক
মর্যাদার, অনেক দেখার রূপ ; অথচ সবাকে
নির্বিশেষ মমতায় সংযত উদ্বেগে উপদেশ,
সহ্যের অম্লান প্রজ্ঞা নেভেনি বৃদ্ধার জরায়ণে,
সততার আশা দীপ্ত গীতের আকাশ সে নয়নে,
হিরণ্ময়ী, নিরুপমা, উপমা কি ? খুঁজেছ স্বদেশ ?

যম নাকি ভয় করে, যম নাকি দূরে রাখে তাঁকে !
সাতছেলে সব গেছে, কেউ দূর কমিশরিয়টে,
কেউ বা লক্ষ্মীর খোঁজে গদীর তলায় চাপা কবে,
কারো নামে কানাঘুষা বাজারে খারাপ কথা রটে,
সবাকে নিয়েছে যম, শুধু একজনার গৌরবে
তল্লাসীরা হানা দেয় আজও, ঘরে পায় নাকো তাকে,
কখনো নন্দিত বন্দী, সর্বদাই দেশ যাকে ডাকে,
যে ছেলের মুখ দেখে যম-ও নেয় না ঠাকুমাকে ॥

আমি তো গাঁয়ের লোক

আমি তো গাঁয়ের লোক
দুর্ভিক্ষের প্রতিরোধ খুঁজি প্রায় প্রতিবছরেই
ইঁদুর শেয়াল দেখি গ্রামে গ্রামে আড়তে খামারে
প্রতিদিন শহরে শহরে
অন্ধ লোভী এবং নির্বোধ অশ্রুময় কুমিরের শোক।

আমাদেরও সন্ধ্যায় বিষাদ
ব্যর্থতার কুয়াশায় ধুলায় ধোঁয়ায়
আমাদেরও সূর্যাস্তের ক্লান্তির কাহিনী এক কান্নার আকাশ
প্রতিদিন সূর্যোদয় পুনরাবৃত্তির আশা আর অবসাদ
অবসাদ আর আবার প্রয়াস আর প্রতিবাদ আশা

আমাদের নদী যেন কান্নার কোটাল কিম্বা
কখনো বা শূন্য চর বাঙলার
তারই দুই তীরে তীরে বেয়ে চলি প্রতিদিন দিনগুলি
আমরা গাঁয়ের লোক
সকালের স্তব্ধতায় সন্ধ্যার বিষাদে শূন্য চর বাঙলার।

কলকাতার শীতসন্ধ্যা দেখেছ কি টেনেছ কি ঘ্রাণে?
মৃত্যুর আকাশ এক
নেই সেখানে তো নেই
সন্ধ্যার বিষাদ কিম্বা গম্ভীর স্তব্ধতা
সৌন্দর্যের বীজকম্প্র নিস্তব্ধ বিষাদে ব্যাপ্ত

এখানে তো চোখে কানে নিশ্বাসপ্রশ্বাসে ফুসফুসে হৃদয়ে
শুধু মৃত্যু আর মৃত্যুর প্রলাপ

আর কবন্ধ শবের কোটি জীবাণুর উন্মাদ সংক্রাম
ভিড় গোলমাল এসপ্লানেড, ডালহৌসিতে
ধোঁয়ায় ধুলায় বিষণ্ণ বন্ধ্যার সন্ধ্যা

মুখচাপা বুকচাপা অর্থহীন জীবিকার ভিড় অবিরাম
অসহায় ক্লান্ত জীবনের অবাস্তব উদ্দেশ্যে উধাও
সারে সার সারে সারও নয় এলোমেলো
আকস্মিক অসহায়
অসম্বন্ধ পাশাপাশি নিঃসঙ্গের ভিড়
পায়ে পায়ে সারে সার ট্রামে বাসে
কাতারে কাতারে ভিড়
কেউবা সচল কেউবা অপেক্ষা করে

কলের মজুর যেন কাছারির চাষী যেন
তাও নয় রেলগাড়ির জন্তু যেন আড়ঙের মাল যেন
লাখো লাখো দেশেরই মানুষ
মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শিক্ষিতও অথচ মানুষই নয়
কলকাতার ভাবখানা এই
লাখো লাখো লোক বৃদ্ধ প্রৌঢ় যুবা মেয়ে
ক্লান্ত এক অর্থহীন নিরুদ্দেশ জীবিকার দিনশেষে
করুণ মলিন
অথচ নীরব সব মুখচাপা বুকচাপা কান্না নেই
উদাস শালীন অপ্রাকৃত

তারই মাঝে থেকে থেকে বিরাট মোটর
চলে যায় হুস্ ক'রে এককোণে সাহেব নহুষ

কিম্বা বাবুই
ঊর্ধ্বগ্রীব এলায়িত
যেন চোখ কান নেই, যেন নেই দুইধারে
হাজার হাজার ক্লান্তিময় চোখ কান
ঘরমুখো ব্যর্থের আশার
শুক্‌নো চোখ লালদীঘির ঘোলাজল হ্রদে

লালদীঘির পাপ ধুয়ে আমরা পৌঁছাই
প্রতিবাদ মুঠিতে মুঠিতে গঙ্গার ধারের পরিষদে
পোড়ো দেশ শূন্যচর বাঙলার প্রাসাদে প্রাসাদে
আমরা শহর চাই গাঁয়ে গাঁয়ে আরেক শহর
আমরা সবাই আমরা গাঁয়ের লোক শহরের লোক
আর এক কলকাতাই ॥

তাকে ঠিক চিনি নাকো, তবে তাকে দেখেছি দুবার।

সে এক অদ্ভুত দেশ, গ্রাম নয়, শহরও নয়তো
জানি না কি ঠিক নাম, নামধাম নেইবা হয়তো,
আসলে সে দেশই নয়, কর্মময় সচল উদার
জীবনের গান নেই ; অথচ রয়েছে মরা নদী,
রয়েছে পাহাড় কালো কষ্টি দিয়ে মুড়ে দুই পাড়,
আর আছে আরিজোনা থেকে কার দুহাতে উজাড়
উৎকৃষ্ট ক্যাক্টাসে ঘেরা বাঁকা পথ, যেনবা ত্রিপদী
ছন্দে নয়া কোনো মোহমুদ্গরের নতুন বিলাস ;
তারপরে ইমারত মাটির ভিত্তিতে আজও পাকা,
কালের অশ্বত্থ ছাপ দেয়ালে পড়েনি বটে ঢাকা ;
শূন্য বাড়ি, তারই মাঝে একঘরে একা তার বাস,
চতুর্দিকে সাজিয়েছে ছোটোবড়ো হাজার মুকুর—
জানালা দরজা সব আছে বটে, আছে আলোহাওয়া,
কিন্তু পরোক্ষ সবই, আয়নায় করে আসা যাওয়া ;
দৃশ্য রুদ্ধ, শব্দ চাপা, আপনাতেই সদা থাকে চুর্।

দিব্যমূর্তি বসেছিল, জানুয়ারে চিত্র এক আঁকা :
তৎসৎ : চৈতন্যের শূন্যে দ্বীপ ! নিরালম্ব নীলে
জীব বস্তু বীজ দ্রব্যে প্রজননে স্বেদাক্ত নিখিলে
মৃত্তিকার প্রাণময় ভিড়ে একা, অমাবস্যা রাকা !
উদাস গলায় বলে, দ্বারে কে ও ? চাই না আকাশ,
সোঽহম্ জানি আমি, আমি ছাড়া সবই নঙর্থক,
আমিই বস্তুর বিশ্ব বস্তুবাদী আমিই ভুঞ্জক,
জানালা দরজা সব আছে বটে, তবে সবই ঢাকা

কিম্বা বাবুই
ঊর্ধ্বগ্রীব এলায়িত
যেন চোখ কান নেই, যেন নেই দুইধারে
হাজার হাজার ক্লান্তিময় চোখ কান
ঘরমুখো ব্যর্থের আশার
শুক্‌নো চোখ লালদীঘির ঘোলাজল হ্রদে

লালদীঘির পাপ ধুয়ে আমরা পৌঁছাই
প্রতিবাদ মুঠিতে মুঠিতে গঙ্গার ধারের পরিষদে
পোড়ো দেশ শূন্যচর বাঙলার প্রাসাদে প্রাসাদে
আমরা শহর চাই গাঁয়ে গাঁয়ে আরেক শহর
আমরা সবাই আমরা গাঁয়ের লোক শহরের লোক
আর এক কলকাতাই ॥

একজন দুঃস্বপ্ন

তাকে ঠিক চিনি নাকো, তবে তাকে দেখেছি দুবার।

সে এক অদ্ভুত দেশ, গ্রাম নয়, শহরও নয়তো
জানি না কি ঠিক নাম, নামধাম নেইবা হয়তো,
আসলে সে দেশই নয়, কর্মময় সচল উদার
জীবনের গান নেই ; অথচ রয়েছে মরা নদী,
রয়েছে পাহাড় কালো কষ্টি দিয়ে মুড়ে দুই পাড়,
আর আছে আরিজোনা থেকে কার দুহাতে উজাড়
উৎকৃষ্ট ক্যাক্‌টাসে ঘেরা বাঁকা পথ, যেনবা ত্রিপদী
ছন্দে নয়া কোনো মোহমুদ্‌গরের নতুন বিলাস ;
তারপরে ইমারত মাটির ভিত্তিতে আজও পাকা,
কালের অশ্বত্থ ছাপ দেয়ালে পড়েনি বটে ঢাকা ;
শূন্য বাড়ি, তারই মাঝে একঘরে একা তার বাস,
চতুর্দিকে সাজিয়েছে ছোটোবড়ো হাজার মুকুর—
জানালা দরজা সব আছে বটে, আছে আলোহাওয়া,
কিন্তু পরোক্ষ সবই, আয়নায় করে আসা যাওয়া ;
দৃশ্য রুদ্ধ, শব্দ চাপা, আপনাতেই সদা থাকে চুর্‌।

দিব্যমূর্তি বসেছিল, জাময়ারে চিত্র এক আঁকা :
তৎসৎ : চৈতন্যের শূন্যে দ্বীপ ! নিরালম্ব নীলে
জীব বস্তু বীজ দ্রব্যে প্রজননে স্বেদাক্ত নিখিলে
মৃত্তিকার প্রাণময় ভিড়ে একা, অমাবস্যা রাকা !
উদাস গলায় বলে, দ্বারে কে ও ? চাই না আকাশ,
সোঽহম্‌ জানি আমি, আমি ছাড়া সবই নঙর্থক,
আমিই বস্তুর বিশ্ব বস্তুবাদী আমিই ভুঞ্জক,
জানালা দরজা সব আছে বটে, তবে সবই ঢাকা

চতুর বিন্যাসে দেখ সংগঠনে কোথা আছে ফাঁকা,
অথচ নিশ্বাস চলে, দাসদাসী আনে লেহ্যপেয়,
আমার জীবন তাই যুক্তিনিষ্ঠ স্বপ্রতিষ্ঠ শ্রেয়,
আমারই আকাশ আমি, নিজে করি নিজেরই তর্পণ
আমি ব্যক্তি, আমি সঙ্ঘ, বস্তুবিশ্ব আমারই দর্পণ।

পালালাম ভয়ে ভয়ে, মৃত্যু দেখা জীবিত সমাজে!

তারপরে বহুকাল বাদে ফের গেছি ও অঞ্চলে
ভাবলাম কে জানে কি মুকুরকুমার আজ বলে!
কাজ সেরে তাই যাই, ভাবি আজ দেখব কি সাজে
বিশ্বলোপী সাধকের ব্যক্তিস্বর্গে দর্পণ-দ্রষ্টাকে।
নদীতে সচ্ছল স্রোত, দেখি পাড়ে সবুজ ভেড়িতে
চাষাবাদ, পাহাড়ের থাকে থাকে এলাতে গেরিতে
মানবিক এ নিসর্গে বিস্ময়ে তাকাই, কে স্রষ্টা কে?
ক্যাক্‌টাসে ফুটেছে ফুল, বহু গান ভেসে আসে ধীরে—
হঠাৎ ঘনায় মেঘ! কতো ঘর পার হয়ে পরে
দাঁড়াই আয়নার কেল্লা কুমারের পুরানো সে ঘরে—

চম্‌কে দাঁড়াই, একি, যেন কোনো বৈতরণীতীরে
মেগালোমেনিয়া স্বপ্ন-মূর্তি ধরে—প্রতিটি মুকুর
চিড়-ধরা ফাট্‌ধরা, যেন সূর্যরশ্মির বল্লমে,
যেন কারা হলের ফলায় রূঢ় বেশীর বিক্রমে,
যেন কারা মিছিলের শব্দঘাতে ক'রে গেছে চূর;
অথচ দর্পণ সব রয়ে গেছে সাবেক বিন্যাসে,
শুধু শত প্রতিফলনের আলো ঠিকরায় ছায়া—

তারই মাঝে মায়াময় মানুষের শুষে সব মায়া
মুকুর কুমার ব'সে দেখে যায় সাবেক অভ্যাসে,
হাজার কুমার দেখে, প্রত্যেকেই বিকৃততির্যক ;
হাজার গলায় বলে, নঙর্থক সবই নঙর্থক
আমি নেই, কিছু নেই, আমাতেই হাজার বিভেদ,
অথবা আমিই আছি সম্পাদ্য ও নিজে সম্পাদক,
হাজার খণ্ডিত বস্তু আমারই তো, তাই নেই খেদ—

আরো কতো বলেছিল শুনিনি সে আপন তর্পণ।
দুলে দুলে এল হাওয়া কার্তিকের ঝড়ের হাসিতে,
মনে হল মৃত্যু যেন মুষ্টি হানে প্রাসাদের ভিতে,
প্রচণ্ড আওয়াজে বজ্রে ভেঙে পড়ে তত্ত্বের দর্পণ ॥

অক্টোবর দিনগুলি

(শ্রীমান নবযুগ আচার্যকে)

তুমি কি আসবে ? আসবে কি তুমি
ধুয়ে বনভূমি পাঁচ পাহাড়ের
মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে নীলাম্বরীর
আঁচল ছড়িয়ে নদীর পাড়ের
গেরিতে মেলাবে স্বচ্ছ শরীর ?
ভাসবে এলা-য় আউষের খেত
হাজার জমির সীমানা সমেত
আল্ ভেঙে ভেঙে আমনের পাকা
হাল্কা আলোয় হাসবে কি তুমি ?

আমার দিনগুলি হাজার ঢেউ
গ্রামে গ্রামান্তরে শহরে যায়
কখনো মেঘে মুড়ি চেনে না কেউ
কখনো রৌদ্রের প্রবলতায়।

পাহাড়ে পাহাড়ে সমুদ্র গড়ি
সোনাখচা বনে লোকালয়
প্রকৃতিতে গড়ি সমাজের বরাভয়।

উর্মিল কর্মের দিন উড়ে চলে হাওয়ায় হাওয়ায়
এ আকাশে বাসা তার জীবনের সমুদ্রে উদার।
জীবনে স্বপ্নের ভিড়ে তাই মিলে যায়।

সুদূর বন্ধু, বিশ্ব মিলালে হাতে
তোমার প্রভাত বিলাও আমার রাতে
তোমার বীরের প্রত্যয়ে হোক্ মুকুলিত প্রত্যাশা!

লালের কতো না কাজ, জবা ও গোলাপ
এ আকাশে দীন অপলাপ।
এদিকে তুষার রাশি যন্ত্রণায় শুভ্রকেশ
মেঘ হয়ে ওড়ে
ওদিকে পাহাড় আর কালো মেঘ মাতে মন্ত্রণায়।
কোথাও বা ইন্দ্রনীল
কোথাও বা স্ফটিক আকাশে লাগে
আমনের পান্নার আবেশ।

আমরা মানুষ তবু চাতকের মতো উর্ধ্বমুখ
মাটির মানুষ তবু চোখ কান আকাশবিহারী
আমরা মানুষ তবু মেঘ রৌদ্রে বাঁধা দুঃখ সুখ।

কোথায় কোথায় গেল আশ্বিনের পুবালী বাতাস!
জলেস্থলে এনে দাও কর্তৃত্ব অপার।
লাখো হাতে ইন্দ্রধনু ভেঙে গড়ি আকাশ-পৃথিবী।

সবুজে বেঁধেছি দুই চোখে আজ ধুয়া
রসালো সবুজ কাঁচা খেতে, আঁকাবাঁকা
খোদাই সবুজ মাঝে মাঝে ঠায় শাল বা তমাল মহুয়া

কোথাও বা দেখি সবুজ আমনে লেগেছে সোনার আভা
নীলে আর লালে গেরিতে এলা-য় সবুজ কি গান করে!
শতেক গন্ধ হাওয়ায় হাওয়ায় মেলায়।

গোলাপ আর তো ঝরে না সান্ধ্য ক্লান্তিতে

আমার আশার শিশিরে শিশিরে শান্ত
তোমাতেই তার উদয়-অস্ত হৃদয়ের লাল কলাপ।

অশেষ বাহার! শরতের মাঠে কতো বিচিত্র ফুল
রঙের বাহার! এক সুযোগের হাজার আকার ফুল!
তুমি চলো লঘু তন্বীর পদপাতে।

তবু নামে অন্ধকার।
এক ঝাঁক টিয়া গেল, কৈলাসের আবেগবিধুর
চলে গেল শব্দময়ী অপ্সর রমণী
বলাকার শুভ্র পক্ষধ্বনি,
একে একে গগনভেড়ের সাঙ্গ হল অভিযান।
অন্ধকার বনে গেল তিতিরের গান,
চলে গেল নিঃশব্দ বাদুড়।

এ সন্ধ্যায় আকাশ পালায়
বিষণ্ণ গ্রামের সন্ধ্যা অভাবে মলিন
শহরে উদভ্রান্ত সন্ধ্যা ক্ষতে ক্ষতে লীন
উদ্দাম যুবার রোগ যেন।
এ আকাশ ধুয়ে দাও স্বাধীন সন্ধ্যায়।

গ্রামীন্ এদেশ শহরে শহরে শুধু গ্রামভাঙা বস্তি,
আর গ্রামহানা শহরের শেষ কবন্ধ চির আকালে।
বিদেশী ভাষায় শুনেছি লোভের শাসনে চিরটাকাল
শ্বেত হস্তীর নিত্যশোষণ, প্রতিদিনই তার মস্তি।

তোমার মুখের আশ্বাসে পাই আশা
জীবনের মূক ত্রস্ত আঁধারে ভাষা
তুমিই আমার জীবনের বিশ্বাস।

গোলাপ আর তো খোঁজে না প্রভাতী উষাকে
দিনরাত্রির প্রগল্‌ভতাও অচঞ্চল
তোমাতেই স্থির সম্বাদী নিশ্বাস।

নেমে এল একাকার গোধূলির পটে বর্ণহারা
স্বচ্ছ অন্ধকার, একটি তারকা ভালে,
জীবন মৃত্যুর নীল শূন্যে অগ্রদূত,
সকালের শুকতারা, লালতারা আসন্ন সন্ধ্যার।

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, তার
সোনার কবরীখসা একটি কুসুমে
তোমায় সাজাব কবে সম্পূর্ণ দিনের ঘোরে প্রিয়া
পরিচ্ছন্ন ঘুমে।

পৃথিবীর গান শত মুখে মুখে উন্মুখর
মাটির শিকড়ে গন্ধের শত মূর্ছনা
ঘ্রাণে ঘ্রাণে একী অর্কেস্ট্রায় বুক ভ'রে দেয় দিনরাত!

কখনো তীক্ষ্ণ ভিয়োলা সবুজ ধানে
কখনো বেয়ালা পাকাধানে বাজে তীব্র মুক্ত ছন্দে
ঘাসের চেলোয় মেলায় দোটানা মন্দ্রে

ফুলের তেরোটি মুরজ মুরলী থেকে থেকে পশে মর্মে
তারই মাঝে মাঝে এক পশলার মৃদঙ্গ বাজে হাওয়ায়,
আমাদেরও সব ডাক দিয়ে যায় পৃথিবী ঐক্যতানে।

দুহাতে হৃদয়ে ম্যাগনোলিয়াকে রাখো,
ছিন্ন হৃদয়ে হৃদয়ে পৃথিবী একটি যে হাহাকার,
দু' হাত তোমার রক্ত গোলাপে ঢাকো।

শহরে শহরে কোনোই আরাম নেই
গ্রামে মানুষের একটুকু দাম নেই।
কঠিন জীবন! তবুও প্রকৃতি তাকিয়ে প্রতীক্ষায়
তাই তো আমরা মিলেছি এ দীক্ষায়।

মধ্যনীলে একরাশ মেঘ
এখনো ভাস্বর, আপন আবেগবাষ্পে সংহত বিদ্যুতে
আমৃত্যুঅম্লান, তোলপাড় স্থৈর্যবহ মরীয়া সম্বিতে।

দিগন্তে দিগন্তে দূর জীবনমৃত্যুর পারে পারে
ও কি পাহাড় চেয়েছে মেঘ হতে?
নাকি আচম্বিতে হল মেঘই পাহাড়
আরেক নির্মাণে?

হাওয়া চলে গেল পুব থেকে পশ্চিম
ফসলপাকানো সাঁঝ সকালের হিম
ঢোল থেমে যায়, ঢেঁকিশালে পড়ে তাল
সর্ষের খেতে ঠিকরায় আলো, গলিতে শিহরে নিম।

টিলার ঢেউয়ে ঢেউয়ে মাঠের মরকতে
কুল্থি-খেতে আর হঠাৎ লালে লালে
চোখের চলা চলে রঙিন পথে আলে
মনের সুর খোঁজা জীবনে জনে জনে
দুস্থ কুটিরের শুক্নো ফুটো চালে
দুঃখী শহরের বেসুর গতে গতে
এই যে নীলা এই স্ফটিক্ ক্ষণে ক্ষণে
শিশির সজলতা হাওয়ায় আশা ঢালে
এতেই জীবনের স্বপ্ন গুঞ্জনে
উদার সঙ্গীতে মেলায় একমতে ॥

অথচ সহজ খুঁজি

সুদীর্ঘ প্রান্তর, খাড়া চড়াই উতরাই,
গহীন অনেক গাং, গভীর জঙ্গল, শূন্য খেয়াঘাট,
কখনো বা কলরবে উচ্চকিত বাজার গহন,
কোথাও বা হাট,
সর্পিল নিস্তব্ধ পথ,

তারপর পথও বুঝি নেই—

গহন জঙ্গল, খাড়া চড়াই উতরাই,
সর্পিল কন্দর, অন্ধকার বনপথ,
হয়তো বা পথও নেই, হিংস্র কলরব
আশেপাশে, পিছে পিছে ছায়া আর প্রতিধ্বনি,

দুর্গম শিখর, দুর্গম সে সহজের চূড়া দুর্গম কঠিন

পায়ে পায়ে চমকাই
পায়ে পায়ে চোখে কানে মৃত্যুকে ডরাই থমকাই,
অথচ সহজ খুঁজি
অথচ যেতেই হবে অবিশ্রাম নিদ্রাহীন
দেখি তার ছবি সেই চড়াই উতরাই

সেই দুর্গম শিখর
মনে মনে গায়ে তার কেটে কেটে লিখে যাই নাম

তারপরে হঠাৎ শিখর
আকাশের পাশাপাশি,
মসৃণ পাথর যেন ত্রিকালে মসৃণ
রৌদ্রে জলে জ্যোৎস্নায় হাওয়ায় সংগঠিত
যেন ইতিহাস সম্বৃত পাথরে
একটু বা স্বচ্ছ ঘাস দূর্বাদল শ্যাম
ঝরনার নয়নাভিরাম নির্মল ইঁদারা
হাওয়ায় হাওয়ায় লঘু রৌদ্রে প্রাণের আরাম

মুক্তির সংরাগে
আর চোখে চোখে জাগে কানে বাজে
আসমুদ্র হিমালয় যেন
স্বচ্ছ ও নির্ভয় সহজ হাওয়ায় উদ্ভাসিত

শিখর সহজ বটে শেষে, হাল্‌কা হাওয়ায়,
আজো সে দুর্গম, পায়ে পায়ে মৃত্যু প্রতিদিন,
পৌঁছলে সহজ লাগে জীবনের মতন সহজ
সেই তীব্র দেশে

বরঞ্চ তোমার কথা বলি
সহজে তো তোমাকেই খুঁজি

দিনে দিনে বিকালে সন্ধ্যায়
বৈশাখী আবেগে হিম মাঘের বৈরাগে
চৈতালির পূর্বরাগে বছর বছর

তোমাকে সেধেছি কতো স্বর যেন দেহমনে
কতো না সংরাগ ফুটিয়েছি জীবনের
আলাপের কতো ফুলে ফলে

কিম্বা, চলেছি কতো না কর্মময় অবসর দিন কতো
কতো রাত্রি জেগে ঘুমে স্বপ্নে তোমার সন্ধানে
চোখে তুমি মহাশ্বেতা যেন নন্দাদেবী
কানে তুমি সর্বদাই কন্যাকুমারিকা যেন নীল উপল-উর্মিল
চলেছি জীবনে কতো তেপান্তর হাটঘাট পার হয়ে
চড়াই উতরাই বেয়ে ক্লান্তিহীন একাগ্র তন্ময়
তারপরে—
হঠাৎ শিখর
তোমার চোখের স্বচ্ছ সহজ হাওয়ায়

অথচ শিখর প্রতিদিন
যাত্রাও অশেষ নববিশ্বে
মেঘ যেন মেঘে মেঘে হাওয়ায় শিখর দূর প্রতিদিন
প্রতিদিন অভিযান গার্হস্থ্যের পূর্বরাগ প্রতিটি প্রহর
দুর্গম দুর্জ্জেয় প্রেমে একান্ত অমোঘ
গ্রহণে ও দানে উভয়ত
তবু একাকার নয়
প্রতিদিন বারবার দুর্গম শিখর যেন পৃথিবীর পাললিক স্তর
যেন যাত্রা আর যাত্রাশেষ আর আবার প্রয়াণ
যেন বা স্বদেশ যুগে যুগে অর্জিত যে

প্রতিদিন বারবার তোমার সন্ধান
চাওয়া আর পাওয়া আর চাওয়া

কোনোদিন ঘরে আসা ঘনিষ্ঠ ছায়ায়,
কোনোদিন আত্মদানে সুরের ঝড়ের হাওয়া,
কোনোদিন উন্মনা বা অবসন্ন,
দূর ও দুর্জ্ঞেয় কোনোদিন,
কখনো বা বিরুদ্ধেই প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্টতই
শরীরে বা মনে কখনো বা শরীরে ও মনে

প্রতিদিন সুর সাধা প্রতিবাদে ঘনানো সম্বাদ
পিলু বা খাম্বাজ কিম্বা
দীপক মল্লার কিম্বা মালকোশ পরজ
একই সে খাদ নিখাদের নিত্য নব কঠিন বিন্যাসে নতুন পর্দায়
সরল বন্ধুর সুর বুঝি
অবিশ্রাম
দুর্গম শিখর তুমি কঠিন জীবন

তোমাতে শিখরে
কঠিনে সহজ খুঁজি কঠিন সহজ ॥

তিনটি ছোট কবিতা

তোমার নামও নেই

আজকে সংবাদ তুমি কোটালের বান কিম্বা ঝড়,
কিম্বা ভূমিকম্প কিম্বা মানুষ-খেকোর হন্যে
সংবাদ, যেমন তুমি এই বাঁধো কোরিয়ায় গড়,
ইরাণে কাম্বোজে যাও, সংবাদ সন্দেহ নেই, ভাবো তাই জন্যে
আমরা করব নাম এমন কি ভয়ে কিম্বা ঘৃণায় অস্থির ?
তোমাকে ভুলবে লোকে কাল কিম্বা পরদিনেই, অটল অনড়
কালের পাহাড়ে শুধু প'ড়ে থাকে দুই কড়ি তোমার অস্থি-র—
তোমার নামও নেই রাত্রির দুঃস্বপ্ন, দূর প্রত্ন তুমি জড়।

লর্ড এলিঅট অফ দি ওএস্টল্যাণ্ড

পোড়ো জমি চষে শেষে স্বত্ব জমে লাট—কি বেলাট,
সে সন্ন্যাস তবে ছদ্মবেশ ?
পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যের অন্তিমে কি লর্ড এলিঅট
ওএস্টল্যাণ্ডে চ'ষে নেন আপন স্বদেশ ?
তাই তো বলেছে শাস্ত্রে সদা আছে ভয়
বিড়াল তপস্বী হোক্, নয় মহাশয়।

স্টেট্সম্যানিকিন

কুম্ভীরাশ্রু প্রায়ই ফেলে, কুমির সে নয়, সে মণ্ডুক,
বাদার ইঁদুর কিম্বা ক্লাইভের খোলার শম্বুক।
কইঞ্চি কলম চলে, ভাবে বুঝি সমুদ্রের তিমি—
কিম্বা যেন অজগর হল ভাবে জলুকা বা ক্রিমি,
স্টেট্সে তার যাওয়া আসা তাই বুঝি ভাবে ম্যানিকিন
তোমার পায়ের নখ কেটে দেবে, তোমারও, স্টালিন!

ধূর্ত জানে বজ্রঘোষে ইস্পাতে কে কাটে কবে তাকে—
কাদায় থাকতে দেয় শামুককে কিম্বা জলুকাকে,
কিম্বা আসে যায় ভুয়ো বাম ঘরভাঙা চালে তার!
উই আর ইঁদুরের সবাই তো জানে ব্যবহার ॥

জ্যৈষ্ঠের ট্রিয়োলেটগুচ্ছ

(কবিতা সম্পাদক সমীপে,
জ্যৈষ্ঠে বিকাল মনে হয় অতি তুচ্ছ।
লেখা চেয়েছেন, আপনার আছে দাবি—
প্রগতি কি মনে আছে ? ট্রিয়োলেটগুচ্ছ
জ্যৈষ্ঠে বিকালে মনে হয় অতি তুচ্ছ।
যদিচ জীবনে বহু ধুমকেতুপুচ্ছ
আছড়ে গিয়েছে, ট্রিয়োলেটে তবু ভাবি,
জ্যৈষ্ঠে বিকাল মনে হয় অতি তুচ্ছ।
লেখা চেয়েছেন, আপনার আছে দাবি।)

কবে থেকে বলো হলে বুর্জোয়া
চাকুরে বামনে ধরবে চাঁদ !
তোমার কি সাজে পশ্চিমা হাওয়া
কবে থেকে বলো হলে বুর্জোয়া
বৃথা ইতিহাস, বৃথা ধামা বওয়া,
ব্রিটিশ ভারতে এই তো ফাঁদ।

রাজনীতি নয়, নীতি নয়, শুধু সংস্কৃতি
দিয়োনাকো কান প্রাণসমুদ্রগর্জনে।
লাল ভল্লুকে দূরে রেখো, সে যে বিষম ভীতি,
রাজনীতি নয়, নীতি নয়, শুধু সংস্কৃতি,
হাড়ে-হাড়ে শুনো র‍্যাটল সাপের অচিন গীতি,
সার্কাসে নেচো সিংহের পোষা তর্জনে।

তোমার প্রতি বিধি শুনছি কেমন বাম,
ডাইনে বাঁয়ে তোমার চালে হাসিনি তাই।

অরাজকের স্বপ্নে তুমি চাও আরাম,
তোমার প্রতি বিধি শুনছি কেমন বাম
অথচ কিছু পেয়েছ যশ অর্থকাম,
তবুও কেন ওড়াও বুলি তুড়ি ও হাই !

আমরা খুঁজেছি বিলেতি বইতে আপন দেশ,
বারবার তাই দেশের মানুষ ডাইনে বাঁয়ে
ঘুরিয়েছি আর হয়রান হয়ে খুঁজেছি শেষ।
আমরা খুঁজেছি হরেক বইতে আপন দেশ,
থেকে-থেকে বই হারিয়েছে, মোড়ে নিরুদ্দেশ
ভাবছি এবার ফিরব মোড়ল সে কোন গাঁয়ে ?

সেকালে মারতে রাজা ও উজির,
একালে তোমার এ কী এ বেশ !
প্রোলেতারিয়ার পাড়ছ নজির,
সেকালে মারতে রাজা ও উজির
ভেলকিবাজির ইডিওলজির
আড়ালে ঢাকবে ছদ্মবেশ !

ছেলেবেলা থেকে শুনেছে সে শিশু প্রেকশাস,
কান তার ভোঁ-ভোঁ থেকে-থেকে মাথা ঝুঁকি দেয়,
আমাদের ভাবে কুকুর বেড়াল কি খট্টাস,
ছেলেবেলা থেকে শুনেছে সে শিশু প্রেকশাস,
অকালপক্ক মনে শুধু তার সন্ত্রাস :
যৌবনঘোরে শৈশবই বুঝি উঁকি দেয় !

আত্মত্যাগের বিষম বোঝা যে ভাঙবে ঘাড়,
আমরা তো নই বীর বরঞ্চ বলো বোকাই,
ত্যাগের ভারে যে মাথায় পড়েছে চরম চাড়,
আত্মত্যাগের বিষম বোঝা যে ভাঙবে ঘাড় !
ছোটো-ছোটো বুকে অহঙ্কারে যে গড়ো পাহাড়,
ঈগলে খুঁজছ নিজেরই ছবি তো তেলাপোকাই ?

তোমাদের ঐ নীরব কবি মুখর হোক,
নিজের জ্বালা লেখার স্রোতে ধুইয়ে দিক।
অজাত মৃত মূর্খ নিয়ে কি হবে শোক ?
তোমাদের ঐ নীরব কবি মুখর হোক,
এখানে আর ওখানে ডেকে সভার লোক
নিজেরই ছায়া কুস্তি ক'রে শুইয়ে দিক।
তোমাদের ঐ নীরব কবি মুখর হোক,
নিজের জ্বালা লেখার স্রোতে ধুইয়ে দিক ॥

বালাদ্ : লুই আরাগঁ-র জন্য

ওরে আমার হৃদয় আমার খুঁজিস্ অস্থাবরের বাসা
মনের মানুষ ভাঁড়ার ফেলে করিস্ যে তুই সন্ধান !
অস্তাচলের পার থেকে ঐ উদয়গিরির নীলে ভাসা !
আকাশ জুড়ে উড়ে বেড়াস্ ক্লান্তিহীন, যে ধনমান
ভাসিয়ে দিয়ে কালের স্রোতে বনেদী চাল খানদান
শিবঠাকুরের আপনদেশে সদাগরের তক্তায়
চাপালি না রে—দুপারে গঙ্গা, ডরবি নাকি তাই বান,
সারাজীবন বিলিয়ে দিয়ে বাজার দরে সস্তায় ?

জাত খোয়ালী কুল ভাঙালি একী নেশা সর্বনাশা
রূপসাগরে ডুব দিলি তুই ভুলে রুপার সম্মান
সূর্যে সোনা খুঁজিস্ শুধু তুচ্ছ সূর্যমুখীর ভাষা
কালের কালো বৃন্তে ফোটাস্ উদ্ভিদে চাস্ প্রাণদান !
মানুষ দেখেই অন্ধ হলি—এবার যাবে গর্দান্
আখের তুই খোয়ালি হায় তোর মাঝে যে বর্তায়
ছোটোলোকের আকাশআশা সবাই হবি আইভান্
সারাজীবন বিলিয়ে দিয়ে বাজার দরে সস্তায় !

অনেকদিনের ছলাকলা পায়ে ঠেলে সাজ্‌বি চাষা
মজুর কি তুই ? আপন স্বর্গে কোথায় হবি গদিয়ান !
রুশ ধরলি ? ভুললি রে তিন পুরুষে ইংরাজির আশা !
তারপর কি ? এখন তবে একলা ঘরে ধর্ গান
শূন্য ঘর শুকনো মন হোক্ না প্রাণ খান্ খান্।
বঞ্চনায় দুচোখ ঠাস্ বুলি ছড়াস্, পস্তায়
যদিই মন তখনই বল্, থাকুক্ বেঁচে ট্রুমান
সারাজীবন বিলিয়ে দিয়ে বাজার দরে সস্তায়।

সভ্যতার বড়াই গাই হে প্রভু কোলে দাও টান
আজ ইংরাজ যেও না চলে জীবন বুঝি কস্তায়
রাঙায় সারা ছুনিয়া জুড়ে, কাতরে ডাকি বুরিদান
সারাজীবন বিলিয়ে দিয়ে বাজার দরে সস্তায় ॥

ভিলানেল্

দিনের পাপড়িতে রাতের রাঙা ফুলে
সে কার হাওয়া আনে বনের নীল ভাষা।
জোগায় কথা তাই সোনালি নদী-কূলে।

আলোর ঝিকিমিকি তোমার কালো চুলে,
উষার ভিজে মুখে দিনের স্মিত আশা,
দিনের পাপড়িতে রাতের রাঙা ফুলে

পরশ মেলে মেলে তুমি যে ধরো খুলে,
হৃদয় সে উষায় থামায় যাওয়া-আসা,
জোগায় কথা তাই সোনালি নদী-কূলে।

কে খোঁজে পথে আর কে ঘোরে পথ ভুলে ;
অস্ত গোধূলিকে কে সাধে দুর্বাসা
দিনের পাপড়িতে রাতের রাঙা ফুলে ?

ঈশান মেঘে আর ওঠে না দুলে দুলে
ত্বরিতে কাঁদা আর চকিতে মৃদু হাসা,
জোগায় কথা তাই সোনালি নদী-কূলে।

সে তরু এ হৃদয়, তুমি যে-তরুমূলে
বসেছ ফুলসাজে, ছায়ায় দাও বাসা
দিনের পাপড়িতে রাতের রাঙা ফুলে।
জোগায় কথা তাই সোনালি নদী-কূলে ॥

ক্লান্তি নেই

আমার স্বপ্নও অপরিসীম
আমার মনে কোনো ক্লান্তি নেই,
অথচ ডালে ডালে শুকনো হাহাকার,
অথচ মাঠে মাঠে অসাড় হিম,
আকাশে কান্নারও ক্ষান্তি নেই !

জীবন উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায়,
প্রতীক্ষা, না এক মিশ্রস্বর !
আকাঙ্ক্ষার নীলে রেঙেছে অঙ্গার,
চাওয়ায় পাওয়া মেশে সে ভিক্ষায়,
শরীরে মন মেলে মুঠিতে দূর ।

চাই না তুমি বিনা শান্তিও,
তোমাকে চাই তাতে ক্ষান্তি নেই ।
কৃষ্ণচূড়া রাঙে, সেও তো হাহাকার ?
আমারই হৃদয়ের কান্তি ও ।
তোমাকে জেনেছে যে শান্তি নেই
জীবনে তার আর, সেই হীরার ॥

তবুও ভরে না চিত্ত, রথযাত্রা লোকারণ্য ঘুরে
মেলায় মেলায় ঈদমুবারকে জনসাধারণে
গায়ে গায়ে কোলাহলে ঈদ্‌গায় মন্দিরে প্রাঙ্গণে
মেলে নাকো দেখা তার, কাঁসর ঘণ্টার উচ্চস্বরে
শোনা তো গেল না সেই হিরণ্ময় সত্যের আখর
যে কথা সদাই কানে যে স্বর পশেছে মর্মে মর্মে।
তবুও ভরে না চিত্ত, কতো যাগযজ্ঞে ধর্মে কর্মে
দেউলে মসজিদে ঘুরি, মেলে নাকো পরশপাথর।

বাসায় ভিটায় কতো কতো রাজভবনে ভবনে
কত ভোজ উৎসবের শামিয়ানা দেখে দেখে শেষে
আজ মনে হয় আমাদের শ্মশান স্বদেশে
বাসর নরক হল একাকার। ভাবি মনে মনে
এ যেন বিরাট এক বিবাহ সভার আড়ম্বর—
শুধু নেই বধূ, নেই, সে গিয়েছে আউষের বিলে,
বর নেই, বর কোথা জগদ্দলে মুনিষ মিছিলে—
শূন্য রথযাত্রা ঈদ্, শূন্য যেন বিবাহ-বাসর॥

সেই তো তোমাকেই

কোথায় যাবে তুমি ? যেখানে যাও সেই
একই মাটি জল একই নীলাকাশ—
জন্মভূমি যেন, দেশের তুলনাই
তোমাকে সাজে, এই গ্রামের থেকে যেই
ও গ্রামে যাও, তবু কোনোই ভুল নেই
বাতাস একই বয় একই নীলাকাশ।
কোথায় যাবে তুমি ? দেশের তুলনাই
তোমাকে সাজে, যেন জন্মভূমি তুমি,

মাটি বা পৃথিবীই তোমার পটভূমি।
কোথায় যাবে তুমি ? দুঃখে আমাদের
জীবনে আমাদের দুঃখে মানো হার ?
প্রতিটি দিন তবু জ্বালার দীপে জ্বালি
তোমারই পথে পথে—কে কার জিত হার!
ঘৃণার ঝারি ঢালি ধুলায় আমাদের,
বসুন্ধরা তুমি, ও গায়ে ধুলা নেই,
পথেই ধুলা শুধু, জীবনে আমাদের।

জীবন! সেও তুমি, যেখানে যাও সেই
আমার শ্বাস পাও, কোনোই ভুল নেই
বিশ্বে ছেয়ে দাও তোমারই পটভূমি
তোমারই মাটি জল তোমারই নীলাকাশ।
আলোর মতো তুমি যেখানে যাও সেই—
এ উষা থেকে যাও আরেক উষাতে,
আমরা দুপুরের জ্বালায় দুহাতে
সেই তো তোমাকেই ধরেছি, সে তুমি ॥

আশ্বিন

যদি সে আসে, তবে আসতে দাও তাকে।

খালের স্রোতে স্রোতে চালাও বান শ্রাবণ বান,
তোমার-ও গলি হবে কান্নাময় আহা কান্নাময়!
কোথায় ফিরাবে যে চোখ বা কান, নিজের প্রাণ
কি আর হবে ভেবে এই কি হয় বুঝি এই কি হয়!

রাত্রি হবে শেষ, নিওন যাবে নিভে, আসবে দিন,
অমোঘ তীর সেই ছিঁড়বে শ্মশানের অন্ধকার,
তোমার কান্নায় ফুটবে কান্নার অনেক ফুল,
কি হবে বুক চেপে, সিপাই ঘিরে রেখে বন্ধ দ্বার?
বানের মুখে শত পাইক রাখা সে যে ক্ষ্যাপার ভুল,
আসবে আসবেই বিরাট আকাশের যে আশ্বিন,
শ্রাবণ পার হয়ে যদি সে আসে তাতে মেলাও গান,
তোমাকে মাড়িয়ে যে আসবে, লালপথ সবুজ মাঠ ছেড়ে দাও তাকে॥

আত্মীয় সওগাত

মহেন্‌জোদারোর পণ্যে ছিল কি তোমার বেচা কেনা
মাইকপের মাটিতে পাথরে ?
জেঙ্গিস্ খানের ঘোড়া ছুটেছিল তোমারও প্রান্তরে
তৈমুরলঙ্গ ছিল চেনা ?
কিয়েফে কাঁসর ঘণ্টা বেজেছিল সন্ধ্যারতিকালে
দ্বাদশমন্দিরে যেন বাজে
পামীরের পরপারে সমরকন্দ ফের্‌গানা রুমালে
হাফিজ পাঠাল বোখারা যে।

তবু সে সম্বন্ধ দূর জ্ঞাতি কিম্বা কুটুম্বসমান
লেবেদফ আসেনি তখনও
বাঙলার কলকাতার রঙ্গমঞ্চে ওঠেনিকো গান
জমেনিকো নবনাট্য কোনো।
নেভার অজেয় তীরে লেনিনের আগামী শহরে
কালিদাস পেল তো সম্মান
নতুন অমরকোষে দেবভাষা রুশ কণ্ঠস্বরে
বিজ্ঞানের পেয়েছে সন্ধান।

তবু সে আদিম স্মৃতি তখনও তো সরিকে সরিকে
ভুলে যেত রক্তের বন্ধন
আত্মীয়ে আত্মীয় হেনে কুবেরের প্রাসাদ চৌদিকে
গড়ে দিত মন্থর নন্দন।
তারপরে নির্বাসনে প্রজ্ঞার ত্রিনেত্র নির্নিমেষ
জ্বেলে দিলে যুগান্ত আহবে
জাগল একটি দেশ তারপরে জাগে কতো দেশ
পৃথিবীর কুমারসম্ভবে।

চিদম্বরে সে কি নৃত্য জীবনমৃত্যুতে দুলে দুলে
মাতে যজ্ঞে বিশ্বজনগণ
কালিন্দীর কলরোলে কালের কল্লোলে ফুলে ফুলে
তারপরে কালীয়দমন।
মথুরা বা দ্বারকা বা অযোধ্যাই কিম্বা বৃন্দাবন
আজ যদি দুস্থের সন্ধ্যাতে
একই অমৃতপুত্র সহোদর আত্মীয় পালন
করে তবে এই সওগাতে

আমরা যে প্রাণ পাব মেটাব যে বুভুক্ষুর ক্ষুধা
কখনও ভুলি কি সেই দিন?
তোমাদের আমাদের লেনিনের একই বসুধা
অগ্রজ তো একই স্টালিন॥

বারোমাস্যা

১

ভেসে যায় হাওয়ায় হাওয়ায় তারা
তারা বুঝি বৃষ্টিহারা বৈশাখীর ঢেউ, হাওয়া, মেঘ
তারা গানের পাখির স্বর, অগোচর,
দূর থেকে ডাক দিয়ে যায়
অস্পষ্ট ঝাপটে
ছাতে ছাতে হৃদয় ওড়ায়
দিনান্তের পটে তারা রেখে যায় উষার শিশিরে বেলি জুঁই ফুলে
চক্রান্তির মর্মর্ বারতা দক্ষিণা হাওয়ায় ধীরে ধীরে
সমুদ্রের গন্ধবহ হাতছানির সুরে সুরে দুলে

তারা নেই, কোথা তারা বসন্তের সমুদ্রের হাওয়া
নতুন বছরে
তমাল বা তালীবনে বননীল আমাদের
নারিকেল কুঞ্জে কুঞ্জে গুঞ্জরিত বসন্তের সেনা,
হৃদয়ে যাদের বিরাট সমুদ্র স্থির
শান্ত, রুদ্র, গভীর, সুনীল,
হাতে আনে আমেরু নিখিল উন্মুখর
বসন্তের হাওয়া কখনো চঞ্চল তারা কখনো মন্থর
দেশ হতে দেশান্তরে আকাশে আকাশে
দ্রাঘিমায় দ্রাঘিমায় বাধাবন্ধহারা
কোথা তারা ভেসে যায়
সে বসন্তসেনা
কলকাতার বাঙলার দক্ষিণের হাওয়া

রেখে যায় অরণ্যে রোদন কোন্ নগরে অরণ্য কোন্ উচ্ছিষ্ট সন্ত্রাসে,

রাজার বাগানে জাগে উন্মাদ করাল পুঞ্জীভূত ভুলে
মরে হেসে খাঁচায় হায়েনা
চিতা চড়ে প্রাসাদ শিখরে
সিংহদ্বার ভাঙে হাতি, সিংহাসনে আসীন শৃগাল
ফলাও লাঙ্গুলে
নেকড়ের পাল ছোটে তাই দেখে সদরে অন্দরে
বীভৎস চিৎকারে
দিশাহারা নিস্তব্ধ আকাশ
ঝড়ে ঝড়ে কোথা তারা দুঃস্বপ্নের সমুদ্রের পারে

হাওয়ায় হাওয়ায় আসুক্ আসুক্ তারা ফিরে ফিরে
বৃষ্টিধারে
নবধারা জলে তারা বৈশাখীর দীপকমল্লারে তারা
বৈশাখীর মেঘ তারা আমাদের সমুদ্রে
সে বসন্তসেনা।

২

রাত্রি রুদ্ধ, নিদ্রাহীন, জ্যৈষ্ঠের জ্বালা নিশ্বাসে—
যেন মৈনাকমন্থনে আকাশ বাতাস মূর্ছিত।
রাতের পাখিও করে না রা, স্তম্ভিত মন স্তব্ধতায়—
অর্জুন যেন অসম্ভব, অজ্ঞাতবাসে অন্ধকার।

শুনি নিশাচরও নীরব, চুরি বাটপাড়ি নাকি নগরে কম!
সুন্দরবনে স্বপ্নে তাই বাঘে কুমিরের মিলিত গান!
কপিলগুহায় গোপন ও কারা? স্বেদাক্ত গুরু অন্ধকার
জ্যৈষ্ঠের জ্বালা নিশ্বাসে, রাত্রি রুদ্ধ নিদ্রাহীন।

আকাশে একশো চুয়াল্লিশ, বাতাস বন্ধ একঘরে
বিধি নিষেধের বজ্রআঁটুনি, অণুও বন্দী, গড়েছে ফেউ,
ফস্কাগেরোতে শৃগাল বেঁধেছে, গাঁটছড়ে ভালোমন্দ এক,
চোর বাট্‌পাড় চেনাই যায় না, নিশাচরেরাই নীরব শুনি।

বৈশাখী শেষ, নিরেট গরম, আষাঢ় বৃষ্টিধারায় গান
কবে যে ধরবে উল্লাসে বঁধু বৃষ্টিভির্ উদ্বেজিতা!
বৃহন্নলার পাপ হবে ক্ষয়, পার্থ-সারথি নির্ঘোষে
নামাবে বর্ষা—মাটির হরিষে পুরবৈঞ্জায় নিন্দ যাই।

কোথায় পার্থসারথি পৃথার পুত্র কোথায় পৃথিবী ডাকে।
শোনো উত্তরা উত্তরে আর দক্ষিণে একই উষ্ণ মায়া।
উষায় জাগাও উর্মিল হাওয়া সুভদ্র দিনে পাণ্ডু হাসি
তারপর ঐ পাঞ্চজন্যে ভাঙুক পাহাড় ভাঙুক পাহাড়
ভাসুক হাসুক কপিলগুহায় অমৃত আষাঢ় হাজার সাগর।

৩

বৃষ্টি তো নয়, মুঠি মুঠি ঝরে আনন্দ ফুলঝুরি
মুঠি মুঠি মিঠা হিমকরকার প্রপাত
এলোমেলো হাওয়া আনন্দে এলোমেলো
প্রথম প্রেমের পাহাড়ে স্রোতের খাত।
মহুয়াশুকানো মাস শেষ হয়ে এল
জামকাঁঠালের আমকাঁঠালের চির আকালের মাস,
বৃষ্টি তো নয় মুঠি মুঠি ধান ছড়া—
ওরে ও কানু কি ভাঙল দৈত্যপুরী!

সরস জীবন বয়ে আনে ভিজে হাওয়া
জীবনে স্বপ্ন রিমিঝিমি ঝুরু ঝুরু
সুন্দরদির পাগলা হাওয়াকে ধাওয়া
এই ফুলঝারি এই বা শিকারীপাড়া
এ ও-কে হারায় মেঘে মেঘে গুরু গুরু
মত্ত মাদল, হাওয়ায় পালক ওড়ে,
কাঠে কাঠি বাজে শালবন মাঝে আষাঢ়ে মন্ত্রপড়া।
মহুয়াগড়ির পাথরভাসানো হাসি
পাল্‌সিতে ফোটে সফেন বেগের তোড়ে।
ও ময়ূরাক্ষী তুমিও এবার জাগো
নবজীবনের বীজবপনের বানে
ভাঙনে গড়নে দুই তটে তটে লাগো,
ত্রিকূটের জলে পরগনা বারোমাসই
বাঁচুক নাচের সচ্ছল সুখী গানে,
নাচুক নাচুক মেঘমালা মেয়ে যতো
দুহাতে ছড়িয়ে মুঠি মুঠি শাদা হাসি।

৪

সেদিনও আকাশে ঘনাল বর্ষা
বাজে আর বিদ্যুতে
নেমে এল সে কি শ্রাবণের ধারা
প্রবল জীবন যেন

নেমে এল এক মূহূর্ত উল্লাসে
ভাসাল প্রাত্যহিকের কড়চা

মেশাল আপন সত্তাকে দূরে ঘরে এনে অদ্ভুতে
নেমে এল বাধাবন্ধনহারা
দীর্ঘ জীবন যেন

প্রাণ পেল এক মুহূর্ত উদ্ভাসে
মাঠ বাট খেত পাহাড় ঝরনা একাকার উল্লাসে।
সেদিনই আকাশে ঘনাল বর্ষা
যেদিন তোমার আসা।

সেদিন সুদূর তোমার স্মৃতির প্রান্তরে দেশছাড়া
তবু তুমি জেনো সেই বর্ষার জল
আমার হৃদয়ে
স্বচ্ছ দীঘিতে আজো বর্ষার ভাষা
পাহাড়তলীতে প্রবল শ্রাবণ যেন।

৫

হাওয়ায় তোমার অস্তিত্বের ভাষা
ভেসে যায় অহরহ
তবু সাধ যায় তবু করি যাওয়াআসা
কাছাকাছি যদি পাই শূন্যের বাসা
নিত্যই আনি নানা ফল কাঁচা ডাঁসা
আনন্দে দুর্বহ
হাওয়ায় তোমার অস্তিত্বের ভাষা
শুনি আমি অহরহ।

তুমি আর আমি বুঝিবা বনের পাখি
ঝাপটে মেলাই ডানা
তুমি চন্দনা ফুলের বনের শাখী
তোমার গন্ধ হৃদয়ে আমার মাখি
আমার বনের ফল এনে মুখে রাখি
শুনি নাকো দূর মানা
আমরা দুজনে দুইটি বনের পাখি
ঝাপটে মেলাই ডানা ?

তোমার আকাশ আমার আকাশে মেশে
সূর্যাস্তের গানে
তুমি কি ভাসবে কখনও আমার দেশে
ঢালবে কি সুর আমার ডাকের রেশে
আমার বিভাসে আসবে সাহানা বেশে
বল্‌বে কি কানে কানে
তোমারও আকাশ আমার আকাশে মেশে
সূর্যোদয়ের গানে ?

সূর্যোদয়ের সূর্যাস্তের মিলে
সে কবে বাঁধবে দিন
আলো ঢেলে দেবে হৃদয়ের ঝিলমিলে
জীবন ছড়াবে মুক্ত এই নিখিলে
পাখির মতন স্বচ্ছ স্বাধীন নীলে
খোলা শৃঙ্খল-হীন
আজ হবে কাল, ভাদ্রে বাঁধবে মিলে
জলজলে আশ্বিন !

৬

যেতে হবে বহুদূর অজানা পাড়ায়
বাড়ি তার খুঁজে নিতে হবে
মোড়ের মাথায় কাছাকাছি এসে শুনি এসে গেছি প্রায়

তাড়াতাড়ি গলি এক বাঁয়
দেখে ঢুকি অন্ধকার অন্ধ চোরা গলি
অনেক শোষণে শুকনো হাড়ে হাড়ে শান
বাঁধানো সে গলি যেন সরু আঁকা বাঁকা
কেবলই ডাইনে বাঁয়ে

অনেক কষ্টের অনশন ও অনেক মৃত্যুর
ঘেঁষাঘেঁষি ইতিহাসে জরজর এদিকে ওদিকে
অন্ধকার বাড়ি সারে সারে রংচটা চুনঝরাঝরা
মনে হল শেষ নেই অন্তহীন চলা

কেবলই ডাইনে বাঁয়ে অন্ধকার গায়ে গায়ে লাগে
ভাদ্রের ধোঁয়ার মতো কান্নায় কান্নায়
আকাশ অদৃশ্য প্রায় অন্ধকার বোবা গলি
নিচু নিচু বাড়ির কান্নায় চাপাহাসি প্রাণের গুমোটে

হঠাৎ সে গলি শেষ পড়ে যাই প্রায় বিস্মিত উঁচোটে
আলো পথে আলো লোক চলাচল রাতে দিনে এক রাত জাগে দিনে

পৌঁছিয়েছি চৌমাথার আগে
শুনি তার বাড়ি নাকি গলির আগেই মোড়েরই মাথায়

বিস্তীর্ণ আকাশ যেন ঘুম থেকে জাগে ভাদ্রে নয়
সদ্যস্নাত প্রশস্ত আশ্বিনে।

৭

পাথরে বাঁধিনি ধ'রে তোমায়, পূর্ণিমা।
ভুলে যাই খরস্রোতে দুইতটে সীমা
ভুলে যাই স্থাবর অভ্যাসে।

প্রেয়সী, তাই তো ক্ষমা
চাই, ঐ পূর্ণিমায় ভুলে যাই অমা
পৃথিবীর পশ্চিম নিশ্বাসে।

অস্থির আবেগ খোঁজে ছন্দে পরিক্রমা
মেলে না মন্থরনাট্যে তোমার, পূর্ণিমা।
ফল্গুর বিন্যাসে

আমরা প্রয়াগ নই, আমৃত্যু প্রয়াণে
সঙ্গত সঙ্গং নই ; যেন বাখ্, উভচর গানে
ভেদে সুর, সোনাটা উপমা :

থেকে থেকে ওঠে মিল ঘূর্ণীর আশ্লেষে,
অসহিষ্ণু অন্ধকার কোজাগরে মেশে,
আবর্তে উল্লাসে মিলে যায় সীমা।

৮

যেখানে খাড়াই শেষ দিগন্তের নীলে দূর শূন্যে,
হিরণ্ময়ার স্তনাগ্র শেষ আকাশের হঠাৎ আশ্লেষে
ধানের সজল স্বচ্ছ সর্ষের অনচ্ছ আবেশে
মাটিতে কাঁকরে লাল আপিঙ্গল পথের রেখায়,
সেইখানে চোখ চলে, করকোষ্ঠী পাথুরে লেখায়
খুঁজে ফেরে বর্ষফল কয়েকটি হৃদয়ের পুণ্যে।

তোমারও হৃদয়ে তাই হাত পাতি। আজকে শরতে
বর্ণাঢ্য পৃথিবী বটে, তবু অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি
স্মৃতির পরম্পরা ঘুলিয়েছে অঘ্রাণের দৃষ্টি
পরগনার ঘরে ঘরে, যদিচ নীলায় মরকতে
কুসুমার টিলা জ্বলে, তবু দূর দিগন্তে দিগন্তে
মন খোঁজে নিশ্চিতের ভবিষ্যৎ বর্ষায় হেমন্তে।

এখন আসন্ন সন্ধ্যা। উপ্‌ড়িয়ে হিরণ্ময় পাত্র
উন্মুক্ত বিরাট নীলে সত্যবান প্রাণ পায় রক্তিম ক্রান্তিতে।
পশ্চিমের ছটা বই আমারও হৃদয়ে—একমাত্র
বাধা আজ অঘ্রাণের সোনা কাল বৈশাখী চৈত্রীতে
লুটেরায় লুট করে। তাই আজ হাত পাতি তোমার মৈত্রীতে
মিলাও সন্ধ্যার রঙে প্রেমের সংরাগ তীব্র সংহত শান্তিতে।

৯

হিমগিরি ছেড়ে এলে তুমি কার জন্যে
অলকনন্দা! যাবে বুঝি সমুদ্রে?

তাই কি গিরিশ ছেড়ে চাও নীলরুদ্রে ?
মন্দাকিনী কি সমতলে এসে অন্য ?

পরিবর্তনে একই তুমি চিরকন্যা,
চূড়া প্রান্তরে দেওদারশালে অনন্যা,
স্রোতস্বিনী সে শহর গ্রামের বন্যা,
আবার প্রিয়ার স্নানোদকে ধারা পুণ্য।

তুষার করকা ! থৈ থৈ তুমি মোহানায়
তুমি সমুদ্রসত্তা কানায় কানায়
ক্লান্তি তোমার পৌষ করুক উষ্ণ।

১০

যাক রজনীতে ঝড় হয়ে যাক
রজনীগন্ধাবনে
সহিষ্ণু বাহু তুলি কালো থাক
মাঘের মরণায়নে
প্রেয়সী তোমার কালের কপোলে অক্ষয় চুম্বনে।

রজনীগন্ধা ! দিনের আলোয়
তোমার মুকুল বাহু
আমার হৃদয় ভীম ভয়রোঁয়
বেঁধে দাও, উদ্বাহু
বিশ্ব মেতেছে বৃথাই জীবনে ওত পাতে বৃথা রাহু।

রজনীগন্ধা তোমার শরীর
ঢেকো না অন্ধকারে
মানসসরের ম্লান উবসীর
জহ্নুর কারাগারে
ভেঙে দাও নীল প্রেমের আলোয় জাহ্নবী শতধারে।

কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে রজনীগন্ধাবনে ?
মোহিনী তোমাকে মন্দারে বাঁধি সমুদ্রমন্থনে।

১১

সেদিন গলির কৃষ্ণচূড়ায় ফুল
আকাশে স্বচ্ছ হাসির ইন্দ্রধনু।

করোনিকো কোনো ভুল
তুমি নেমে এলে
স্বপ্নে বিলালে তনু
শূন্যের সাততলা থেকে এই শহরের ঘরে এলে
বাস্তবিকের নির্ভয়ে অবহেলে।

আকাল বছরে কৃষ্ণচূড়াও ম্লান
গলিতে গলিতে আয়তচক্ষু হাড়
ফেরারী কতো না প্রাণ
তোমার দু চোখে তোমার মানসে সাড়
জাগায় নীল পাহাড় মেলে ধরে ফাল্গুন
জীবনেরই আহ্বানে

শহরে শূন্যে মেলায় নদীর পাড়
সেতু বেঁধে দেয় আষাঢ় ও ফাল্গুন
শূন্যতূণীর ফাল্গুনী ম্রিয়মান
তাই কি কিরাত আকাশ রুষ্যমান
মানুষের সম্মানে ?

মোছাও ঘোচাও কৃষ্ণচূড়ার শোক
গলির মোড়েই ছড়াও ইন্দ্রধনু
প্রতিমা তোমার হোক প্রতীক আরেক
আকাশ যেমন পাহাড় যেমন স্বাধীন সমাজে জীবন যেমন।
তোমার বাহুতে হৃদয় তনু-অতনু
তোমার বাহুতে ধরেছি ইন্দ্রধনু
তোমার চুলেই আলুলিত বেণী কৃষ্ণচূড়ার ফুল।

১২

প্রলাপে প্রলাপে বুঝি নাচে ক্ষ্যাপা বসন্ত আকাশ,
জীবনের তেপান্তরে বাউল হাওয়ার হাঁকে হাঁকে,
বেলিমল্লিকার শুভ্র প্রণিপাত পায়ে দলে দলে
চৈতালী-ঘূর্ণীর রাজা নাচে একী মরীয়া গাজনে !
দোলপূর্ণিমার স্মৃতি বৈশাখীতে শ্মশানে ছড়ায়,
মড়কে মড়ক ঢাকে, ছিন্নভিন্ন শূন্যে হাহাকার !

বাতাসে ভিখারী মারী, মাটি গুটি, শূন্যে হাহাকার,
আসন্ন-নিপাত ধূম্রলোচন যে বসন্ত-আকাশ,
শারদপূর্ণিমা স্মৃতি, রাস আর মায়া না ছড়ায়,
ডুবে যায় শতশতাব্দীর স্মৃতি কবন্ধের হাঁকে।

পিশাচসিদ্ধের ভিড়ে ডাকিনীরা মেতেছে গাজনে !
সর্ব ভূতে মলে যায় চিত্ত যায় চণ্ডী পায়ে দলে—

কমলে কামিনী কিম্বা নটরাজ নাচে পায়ে দলে
শতদল চিত্ত শত সহস্র হৃদয়ে হাহাকার !
মেলে না পার্বতীপরমেশ্বরে এ বেতাল গাজনে,
হিরণ্ময় পাত্র ভাঙে চোরে চোরে, উলঙ্গ আকাশ।
তাই বুঝি থেকে থেকে ভৈরব ভ্রূকুটিভঙ্গে হাঁকে,
সতীর অস্থির অস্থি বিশ্বময় দুহাতে ছড়ায়,

তাই কি প্রলাপনাটে সম নামে ঘরোয়া ছড়ায়,
অন্নদা পৃথিবী হাসে থেকে থেকে, যতো পায়ে দলে
মৃত্যুরা ছড়ায় মৃত্যু মৃত্যুঞ্জয় পিনাকীর হাঁকে,
তাই কি মরে না মাতা, মহাচীনে থামে হাহাকার ?
তাই তো হাড়িপা হানে অন্ধরাজে, উদ্যত আকাশ,
হীরার দাসত্বে সারা দেশ কাঁদে ক্রান্তির গাজনে,

তাই খোদা নিরঞ্জন থেকে থেকে ক্ষুধার্ত গাজনে
বাতাসে বাতাসে মত্ত অপলাপ আছড়ে ছড়ায়,
তাই ধর্মরাজ মৃত্যু, তাই মাতে মহিষ আকাশ,
প্রাণতীর্থে জনস্রোত মৃত্যুভয় পায়ে দ'লে দ'লে
শূন্যে শূন্যে ভ'রে তোলে শূন্যের সরকারী হাহাকার—
জীবনই মৃত্যুর বলি, শূলে চড়ে জুডাসের হাঁকে !

ব্যক্তির স্বরূপে ডুবি, ডুবি গুরু সমষ্টির হাঁকে,
সাযুজ্যের ডাক শুনি উন্মোচিত ঊর্মিল গাজনে

বিকচ ভবিষ্যে ফোটে মাথুর, কদম্বে হাহাকার ;
অকালবোধনে চণ্ডী সেতুবন্ধে আশ্বাস ছড়ায়।
লক্ষ লক্ষ পায়ে পায়ে মনসার শত চর দলে
নাগপাশ ছিঁড়ি, মনে আশ্বাসের উন্মুক্ত আকাশ।

প্রাণ দাও হে আকাশ
বিদ্যুতে বজ্রের হাঁকে হাঁকে
প্রাণের আকাল দলে
রিমিঝিমি শান্তির গাজনে
ঝুলন ঝুলায় শ্যাম !
ছড়ায় সে অন্য হাহাকার ॥

দিনগুলি রাতগুলি

(প্রমোদ মুখোপাধ্যায় ও রথীন্দ্র ভট্টাচার্য সমীপে)

তুলসীডাঙার পশ্চিমে কয় বিঘা
ছোট্টো চাষের জমি,
ছোটো খাটো আশা মহিম চাষার প্রাণে
ঘেরাও চাষের জমিতে।

তুলসীডাঙার উত্তরে তার ভিটা,
তালের ছায়ায় সংসার তার বাঁধা,
ছোটো খাটো সুখ মহিম চাষার গানে
সংসার সাধে বাঁধা যেন তালদীঘি।

তবু উত্তরে তবু পশ্চিমে ধূধূ
ঝোড়ো হাওয়া আসে মরুভূমি আসে খেতে
মরুভূমি আসে তুলসীডাঙায় ঝোড়ো
হাওয়ায় হাওয়ায় বাঙলায় মরুভূমি—

মরা নদী খাল, বৃষ্টি ঝরা তো খেয়াল শুধু,
অনাবৃষ্টিতে, অতিবৃষ্টিতে, সুদে,
খাজনায়, চড়া বাজারে যায় যে ভেসে
মহিমের পোড়ো বাসা ছোটো সুখ, ছোটো আশা ভালোবাসা।

মহিমের খেতে, মহিমের সংসারে
সরে যায় ছায়া, জ্বলে যায় প্রাণ খাক্
মহিমের জমি মুঠি মুঠি ছাই ছড়ায় দেশবিদেশে
মহিমের জ্বালা বিশ্বে ছড়ায় কয় বিঘা হাহাকার।

রহিমেরই মতো ঘরোয়া মহিম ভাবে
ছোটো খাটো তার নম্র আশাও আজ কড়া সংগ্রাম
সংসারে তার মিলেছে দূরের ব্যারাক
রহিমেরই মতো মহিমও জমিতে ভাবে—

শহুরে রহিম হাতে তার চাকা ঘোরে
পাটে পাটে দলে জগদ্দলের চাকা সে অবিশ্রাম ;
তার সুখ সেই আশা তার সেই, তাই যন্ত্রের পাকে
গভীর মমতা অথচ যন্ত্র তার
হৃদয়েরই শুধু, হাতদুটি ক্রীতদাস।

রহিমের দিন তাই তো মিলের বাইরে
রহিমের রাত তাই তো বস্তি ছাড়িয়ে,
রহিমের হাত কারিগর, ভালোবাসায়
এদেশে ওদেশে ঘর খুঁজে খুঁজে কাজের মুক্তি ডাকে।

মহিমের খেতে ইয়াংচি বোনে ধান
তুলসীডাঙায় পিয়োঙ্গিয়াং কাঁদে,
রহিমের হাতে স্টালিনো কিম্বা গোর্কির
যন্ত্র সচল—ঘর্ঘরে তার অবিসম্বাদী আশা,

তবু মহিমের প্রাণ ঘোরে মেঠো পথে
তুলসীডাঙার অঙ্গার হাটে ঘাটে
হয়তো বা যায় কলকাতা বড়ো দূর
রহিম যেখানে তুলসীডাঙার স্বপ্নে জোগায় ভাষা।

...

উৎস লুপ্ত। সে কোন্ শতকে আলালের ঘরে জন্ম।
সুয়োরানী দূর স্বপ্ন আজকে, সৎমা বলে না দুলাল,
পলাশীর ঘোর কেটে গেছে কবে, যন্ত্রণা আজ তন্ময়
শূন্য আকাশে, উড়ে চ'লে গেছে বুল্‌বুল্।

হুতোমের ভাঙা কোটর আজকে জীবনের ইমারত।
উৎস লুপ্ত। ফল্গুর ধারা শুকনো অনেক যুগ।
অথচ শহরই নয় রাজধানী, সভ্যতা জঞ্জাল
উপ্‌ড়িয়ে গেছে, রেখে গেছে শুধু উপ্‌রি-র দুর্ভোগ।

সামন্তস্মৃতি অলীক নকল গাথা, সান্ত্বনা নেই,
যন্ত্রনিয়ন্ত্রণের ভবিষ্যৎও শুধু কল্পনা।
সুরেশের দিনে গড়েছে পণ্য ঠুন্‌কো অচেনা কুলাল
সুরেশের রাত মাটির ঘড়ায় এলোমেলো সোনা আল্‌পনা।

উৎস লুপ্ত। তারা খসে পড়া। সুরেশ আকাশ খোঁজে।
লক্ষ্য লুপ্ত। রৌদ্রে বৃষ্টি মাটি খোঁজে নবজন্মে।
শিশিরে ধোঁয়ায় শুকিয়েছে তার কোমল লিলির শরৎ।
বেকার সুরেশ ফাল্গুন খোঁজে ভিড় ঠেলে রাস্তায়
শহরে গলিতে ফাল্গুন খোঁজে—জীবন আবীরগুলাল্।

...

অন্ধ মাটির অন্ত্রে অন্ত্রে, কয়লাখনির
দুস্থ মজুর গাঁইতির ঘায়ে বসুন্ধরা
খুঁজে পায় নাকো। তাই সন্ধ্যায় ক্লান্তিহরা

সুরায় খোঁজে সে সেই রঙ্গিমা, সন্ধ্যামণির
আকাশে যে আলো সবার—শ্রমিক, বেকার, ধনীর।

মহুয়ায় তার মনের মুক্তি, ব্যর্থশ্রমে
পেশী তার ভাঙে মন তার ভাঙে, নিরুদ্দেশে
রাতের স্বপ্ন বন্দী দিনের ক্ষয়ের শেষে
প্রলাপী বিকার, নিরর্থকের নিরাশ ভ্রমে
স্বপ্নও তার খদের মতোই ধ্বস্‌ল ক্রমে।

শাল মহুয়ায় মনের মুক্তি আপন জেনে
আজো সে বোঝে না এই পৃথিবীর কয়লাখনির
পাতালে তারই তো কন্যা, যে তার সন্ধ্যামণির
আলো-কে বাঁধবে ঘরের প্রদীপে, ধরবে টেনে
বিদ্যুতে রথ, কালের বীরকে দৃষ্টি হেনে

জয়মালা দেবে, লাল করবীর গুচ্ছে বেঁধে
চিকণ কবরী দোলাবে কন্যা ক্লান্তিহরা
স্বাধীনদিনের সন্ধ্যার নাচে মাদল সেধে।
বোঝে না সে আজ, কয়লাখনির রুক্ষ ভেদে
ভোলে বন্দিনী তারই কন্যা তো বসুন্ধরা!

...

মন্দ ছিল নেহাত নাকি বরাত,
বাপের তার কিম্বা পিতামহর।
দিন আনে সে দিনের খয়রাত,
বেসাতি শুধু দুই হাতের গতর।

গ্রামীন্, তবু মাটিতে নেই ঠাঁই,
পড়শী আছে আছে কুটুম ভাই,
সবাই বোঝে আপন বাঁচাটাই,
বাঁচার দায় সবার বুকে পাথর।

সাহেবী কালে বিশ্বব্যাপী লড়ায়ে,
চাষের নয়, পথ কাটার মজুর
ছিল সে তবু বছর ভিন্ গাঁয়ে,
মফস্বলে স্বাদ কিনেছে বধূর।
কলকাতায় গিয়েছে পঞ্চাশে,
দল বেঁধেছে লঙর-প্রত্যাশে,
পথের শানে ধুলার মতো ভেসে
পায়নি স্বাদ কলকাতার মধুর।

এ শহর তো কারো শহর নয়!
কলকাতার সতীন মায়া ফেলে
পাঁচক্ষীরায় ফেরা কি পরাজয়!
ফিরল তবু, সঙ্গে বৌ ছেলে—
ফিরল সে কি? কোথায় তার ফেরা?
সারাটা দেশে জোটে না যার ডেরা!
জন্মভূমি! সারা দেশের সেরা!
জন্ম! নাকি মৃত্যু অবহেলে!

আবার শোনে জন্মভূমি ভাগে
টুক্‌রো নাকি, গল্পে যেন মাকে
করল বিলি, দুঃস্বপ্নে জাগে

পাঁচক্ষীরাও, শুধায় একে তাকে।
সুরাহা নেই, আবার কলকাতা,
যেখানে চোরাগলিতে ঘোরে জাঁতা,
যেখানে শুধু শ্মশানে দেশমাতা,
হাড়ের হাতছানিই তাকে ডাকে।

...

ধ্যানীই বুঝিবা সে, স্নায়ুর কোষে কোষে
স্বপ্ন ধরেছে কি রক্তে বাঁধ বেঁধে
অন্ধ রজনীতে আঁধার ধমনীতে
রুদ্ধ গঙ্গার সাহারা কিনারে ?
গৌরীশৃঙ্গের বিদেহ শিখরের
প্রাচীর তুলে তুলে তুঙ্গ শহরের
অভ্রকংক্রিটে হাওয়ার মহলের
বাগানে ছায়া গ'ড়ে পাইনে চেনারে

বুঝি সে স্বপ্নের কেল্লা রচেছে
এঁকেছে শিল্পের তীক্ষ্ণ জেল্লায়
একাগ্রতা দিয়ে রূপের সন্ধানে
ডেকেছে মানসের তুলনাহীনারে ?

সারাটা জীবনের স্মৃতির মন্থনে
নিজের, সমাজের, বিশ্বমানবের—
আগামী প্রেক্ষিতে আলোর বিন্যাসে
ভুলেছে কিবা মায়া মোহরে দিনারে ?

নাকি সে ভুলে গেছে লক্ষ্য-সাধনায়
লক্ষ্য পলাতক সুনীল আকাশের
প্রান্ত পার হয়ে শ্যাওড়া আগাছায়
লস্ এঙ্গেলেসে গজদন্তমিনারে ?

...

ছুটুক না ঘোড়া নবাবজাদার,
প্রকৃতির রঙে রক্ষামুকুরে
হরিণ লুকায় বনের ছায়ায়,
রাজার শিকারী কুকুরে কুকুরে

ছেয়ে যাক দেশ, তবু খরগোশ
মাটির ত্বরিত গুহায় লুকায়,
বন্দীশালার ঝুটা খোরপোষ
কেবা কবে চায় বলো স্বেচ্ছায় ?

বাপ তার যায় অজ্ঞাতবাসে
বনবাসে নাকি উলূপীর দেশে,
আহা ছোটো ছেলে, ছোট্টো ছেলেটা
কি যে ভাবে বাছা কাঁদে না হাসে !—

ও ছেলে ছোট্টো খোকা ওরে শোন্
জলজলে চোখ কোঁকড়া চুলে
বিদায় আজকে বিদায় দে বাছা
পথ দুর্গম পথের ভুলে,

মা তোর আজকে থাকলে তো দিত
একাই দুইজনের বিদায়,
উজাড় প্রাণের উজ্জ্বল আশা
আমার দুপাশে যেত পায়ে পায়ে।

ফুট্‌ফুটে মুখে, কচি কচি হাতে
হৃদয়ের নীলে আকাশে চাঁদ,
লক্ষ তারার মাঝে পূর্ণিমা,
বাছারে পালাই, আজকে বিদায়—

ছিঁড়ে যাবে ফাঁদ, পালাবে কুকুর,
আবার আসবে বাহুর ডোরে,
সে যে একালের খুদে খুদিরাম
বিদায় দেয় সে রাতের ভোরে।

...

রাতগুলি আজও স্বপ্নে স্বপ্নে জাগ্রত
দিনগুলি শুধু জীবনের দিনই নিঃঝুম,
ঘুম নেই চোখে মনের আকাশে রাতে ঘুম,
ক্লান্তির তীরে দিনগুলি হতাহত।

হৃদয় বনানী, রাতগুলি গানে মরমর
আঁধারে স্বাধীন, ঘুম নেই চোখে সচ্ছল
চাঁদিনীতে অমাবস্যায় প্রাণ অথই সরসী, নীল জল,
শুধু বাঙলার দিনগুলি গোবিপ্রান্তর।

হাতে হাতে রাত একায় মেলায় বিশ্ব
বিরহে মিলন, নিঃস্ব মরুতে প্রাণের তমাল মেলে,

রাতগুলি হাতে হাত বেঁধে স্বর ভৈরবী রামকেলি,
দিনগুলি তবু বুভুক্ষু অরাজক।

হৃদয়ে বনানী রসাল সবুজ লাল
শাল পিয়ালের পিপুলের সমারোহে,
জীবন তবুও ঘৃণ্যের ভিড়, ঠগে ঠগে খাক্ ডাঙা,
শিকড়ে শিকড়ে প্রাণের গঙ্গা রাঙা,
অথচ রাতের কোরকে সন্থ দিনগুলি ঝরে যায়।

রৌদ্রে স্বপ্ন বুনবে কবে সে রূপান্তর
জীর্ণ জীবনে স্বপ্নের ঋজু আলপনা
আঁকবে সে কবে সোনায় রাঙানো রূপনারাণের প্রান্তে
কড়িতে কোমলে অখণ্ড ভাস্বর ॥

বেয়ালা জন্মদিন প্রতিদিন

(আশীষ বর্মন-কে)

ডুবেছে তখন চৈত্রজ্বালা অগ্নিদিন
দক্ষিণ বাতাসে স্নিগ্ধ মোলায়েম রাত বয়ে যায়
ভিন্ন হয়ে যায় এক
ধুলা আর ধোঁয়া এক স্নাত মহাশ্বেতা জ্যোৎস্নার তীব্র মাধুরীতে
আমাদের জীবনের বিভীষিকা জঘন্য প্রত্যহ,
নির্মম কুটিল ঘৃণ্য অমাবস্যা হয়ে যায়
সহনীয় এমন কি মধুর বুঝিবা পূর্ণিমায়
মনে হয় জ্যোৎস্না বুঝি এসে গেছে পরাজিত দিনে
জ্বালা বুঝি বিজয়ীর শান্তি
বুঝি এক হয়ে গেছে সব ভিন্ন
জ্যোৎস্নার ঢেউয়ে ঢেউয়ে
ঘৃণ্যের রাজত্ব শেষে সমুদ্রের স্বপ্নালু বাতাসে প্রাণের দিনের
আমার প্রেমের মতো
হাতে হাতে মৃত্যুহীন হৃদয়ের আগুনে ইস্পাতে
যেন এক জন্মদিন প্রতিদিন

হঠাৎ বেয়ালা বাজে
সুরের আনন্দে মাতোয়ারা বিষাদে গভীর
শুনেছি কয়েকদিন মাঝে মাঝে সুরের পাগল এক
গৃহহীন কিংবা ঘরছাড়া হয়তো বা ভিক্ষাজীবী, যে যা দেয়,
থেকে থেকে সন্ধ্যায় রাত্রিতে এপাড়া ওপাড়া
গলিতে গলিতে কখনো বা চৌমাথায়
খুলে দেয় সুরের ফোয়ারা জ্যোৎস্নায় বা অন্ধকারে
স্বপ্নের বিদ্যুৎঘর

ধুয়ে দেয় দিনের ঘৃণ্যতা
নির্বোধ লোভের গ্লানি অনর্থক স্বার্থের দহন
গেঁথে দেয় আসন্ন নির্দেশে অধরা আবেগে কানে কানে
শিল্পের চরম রসায়ন
সংগঠিত বিরোধের রূপকার স্রোত, সুরের সংহতি

বেয়ালায় সুর চলে স্নিগ্ধ মৃদু দক্ষিণ বাতাসে
মেলামেশা নির্বিরোধ স্বাধীন আকাশে
আটুল বাড়িতে আর ঘুমন্ত বাসায়
যন্ত্রণার নিদ্রাহীন ঘরে বস্তিতে বস্তির
পাশের প্রাসাদে নীরক্তের পারদ-আলোয়
অভাবের অসুখের ঘরে রাস্তায় রাস্তায়
অপরাজেয়ের প্রাণ বেয়ে আসা প্রকাশ্যে গোপনে
বিশ্বপ্লাবী সুর।

মনে হয় এই সুরে চাওয়া যায়
পাওয়া যায় যাওয়া যায় দক্ষিণ বাতাসে
যাওয়া যায় বাঙলার গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে
বহুদূর বাঙলার এই জ্যোৎস্নায়
যাওয়া যায় ইয়াংচির ঘাটে ঘাটে
হানের রক্তিম স্রোতে পাহাড়ে পাহাড়ে
তুন্দ্রায় তাইগায় স্টেপে স্টেপে প্রান্তরে আবাদে
এই সুরে গেয়েছিল পেয়েছিল কত প্রাণ কত দেশ
কত গান কত না শহর
এই সুরে জারিৎসিন জীর্ণ সেই বর্জিত কবর
প্রাণ পেয়েছিল কবে স্বপ্নে যেন

দিনে দিনে সুরে গাঁথা স্বপ্নালু স্টালিনগ্রাদে
প্রাণের স্বপ্নের
এই সুরে যন্ত্রণার মোচড়ে মোচড়ে ব্যথার ঝঞ্ঝায়
অব্যর্থ আশার তীব্র মূর্ছনায় মূর্ছনায়
দিনীপারে স্রোতে স্রোতে অমর সুরের স্রোতে
আকাশে বাতাসে হেনে করকায় করকায় জ্যোৎস্নার শান্তির আনন্দ
বীর্যের প্রশান্ত ছন্দ মানুষের
স্টালিনগ্রাদের মানুষের।

আবার আলাপ ভাসে দুর্জয় বেয়ালা
প্রাণের অক্লান্ত উৎস, বিষাদের অভিজ্ঞ পুলকে
যন্ত্রণার হর্ষে হর্ষে রোমাঞ্চিত গ্রীষ্মের ফুলের মতো
চৈতন্যে প্রেমের মতো
মুঠি মুঠি বৃষ্টি করে সুর জ্যোৎস্নায় হাওয়ায়
কম্পমান অথচ সুঠাম অস্থির অথচ অটল
প্রবাহ অথচ এক,
ভিন্ন হয়ে যায় এক, সমান বন্ধুর।
প্রত্যহ আয়ত্তে আসে বাস্তব মেশায়
সুরের সঙ্গতে সাধ্য পরিবর্তনীয়ে রচনায় রচয়িতা
আমরাই হয়ে যাই সুর।
গৃহহীন—অজানা—হয়তো ভিক্ষাজীবী তবুও অজেয়
বেয়ালার তীব্র কণ্ঠে খাদে নিখাদের
মনে হয় হাজার বেয়ালা লাখো লাখো লোক এদেশ ওদেশ
অথচ একাগ্র বাঁধা গান্ধারে গান্ধারে
মনে হয় আকাশের বাতাসের জ্যোৎস্নায় এদিনের
বাঙলার স্থবির প্রাণের সুরে মিশে যায় শান্ত অতিক্রান্ত

দিনীপারে দানিয়ুবে মেশে যেন স্টালিনগ্রাদের
শান্তিময় মে-দিনের ফুলে ফুলে সুরে সুরে উত্তীর্ণ আথরে
তোমার ঘুমের পাশে আমার প্রেমের মতো নির্ণিমেষ
প্রেমে প্রেমে নীলাকাশ জন্মদিনে আমাদের
জন্মদিন প্রতিদিন স্টালিনের মৃত্যুহীন প্রতিদিন লেনিনের ॥

আষাঢ়েরই জয়গান

শতাব্দীতে নয়, আজ মন্বন্তর বছর বছর,
প্রতিদিন দুর্ভিক্ষে বর্বর।
পোড়ো জমি, সুদে সুদে দেউলিয়া খেত,
অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি নদীর খালের মৃত্যুতে বন্যায় বছর বছর,
এখানে ওখানে, হাল লাঙল ভঙ্গুর, সার নেই, নেই বীজ ধান,
পেশী নেই, রক্তে রক্তে আকালের কালি, রক্তহীন প্রাণ,
কামারের কুমোরের জেলের তাঁতির পঙ্গু হাত
আনন্দের লেশ নেই জীবনযাত্রায় জীবিকায়
প্রতিদিন ক্লান্ত পদক্ষেপ দুস্থের সাচ্ছল্য হল পার্বণের বা উৎসবের দিন,
দুস্থ রোগ দৈনন্দিন।
বর্তমান ছেয়ে গেল গৃধ্নু চতুরের ক্ষমতার বর্বরের মায়াবী শ্মশান।

অসহায় ভিখারীই মান।

অথচ পৃথিবী জানি বসুন্ধরা মানুষকে ডাকে
খেতে খেতে মাঠে তার ঐশ্বর্য দুর্বার
নবজলধর শ্যাম,
অথচ আকাশ সেই নীলাকাশ নয়নাভিরাম রৌদ্র মেঘে জ্যোৎস্নায়,
অতীতের জ্যোৎস্নায় রৌদ্রস্নাত ভবিষ্যতে।
অথচ দুর্মর দেশ, মানুষ দুর্জয়।

হে আষাঢ়, ধৈর্য দাও, বজ্রে বজ্রে সহিষ্ণু বিদ্যুতে
শ্রাবণে মুষলধারে ধুয়ে দাও পতিত হৃদয়,
বীজকম্প্র মেঘে দাও রৌদ্রে দাও জীবনের গানে
আশ্বিনের স্বচ্ছ জয় ছড়াও ছড়াও এই পোড়ো জমি লাখো লাখো প্রাণে।
...

যখনই জীবন মনে হয় দুঃসহ,
যখনই দিনের ধিক্কারে মনে হয়
রাত্রির ফুল শুকাবেই প্রত্যহ,
স্বপ্ন থাকবে দ্বন্দ্বই অহরহ,
তখনই তোমার প্রতীক বার্তাবহ
হাওয়ায় হাওয়ায় বেঁধে আনে প্রত্যয়।

বামে বিচ্ছেদে দক্ষিণে ভিক্ষায়
যখনই জীবন মনে হয় দুঃসহ,
সমুদ্র মানে গোষ্পদে পরাজয়
দশের দাপটে দেশের তিতিক্ষায়,
দুস্থ বিকারে পঙ্কিল প্রত্যহ,
তোমারই আকাশ ঝলসে প্রতিজ্ঞায়।

হিমনদী ঘৃণা আগ্নেয়গিরি ক্রোধ
যখনই জীবন খাক্ করে অহরহ,
পণ্যের পায়ে অগণ্য পরাজয়
যখনই, আবার তোমার অভিজ্ঞায়
জেগে ওঠে কোটি মানুষের দীক্ষায়,
জল মাটি পায় জীবনের ন্যগ্রোধ।

প্রকৃতির-ও গায়ে তোলো মানুষের বোধ,
কোটি মানুষের পল্লবে বরাভয়,
ওদিকে তোম্যর শান্তিতে প্রতিরোধ,
এদিকে স্বপ্নে অশরীরী বিদ্রোহ,

ওদিকে তোমার প্রত্যক্ষের জয়—
একাকার তুমি স্বপ্নই মনে হয়।

...

সেদিনও কি মৃত্যু ছিল জন্মে জন্মে চতুর গোপন,
সেদিনও কি অপঘাত চুপি চুপি দশদিক ছেয়ে,
লোভীর নির্মম দন্ত সেদিনও কি বুটে পদাঘাতে
হাজার প্রাণকে ছেঁড়ে গোলাপ গ্লোলাপ হাতে পেয়ে ?
জীবনে সেদিনও ছিল তিলে তিলে মৃত্যুর শাসন ?
চোরের দৌরাত্ম্যে ছিল শত অনাচার অক্ষয়ের ?
সেদিনও কি দিনে দিনে সুস্থও শুকাত নিত্যবিষে
সেদিনও লক্ষ্মীর কৌটা চলে যেত কোটরে যমের ?

আমার রাত্রির মুখে দিকে দিকে ক্ষুধার্তের চোখ
আকাশে অঝোরে ঝরে বাঙলার শ্রাবণ কান্নায়
আমার তারার আলো নিভে যায় রুগ্নের কান্নায়
হাজার তারার আলো কোটি কোটি পঙ্গুর কান্নায়।

জন্মদিন মৃত্যুদিন, প্রতিদিন ঘৃণ্য অপঘাত,
প্রতিটি জীবন প্রতি জন্মদিন আজ ঘৃণ্য হার,
তবুও দিনের সূর্য মেঘরৌদ্র প্রাণের প্রপাত,
তবুও শান্তির জ্যোৎস্না স্বপ্নে বোনে সচ্ছল সংসার
সুস্থের সুখীর জ্যোৎস্না সহৃদয় আনন্দে দুর্বার,
ধূর্ত মৃত্যু রাজ্যহীন, জীবন যে লাখো হাতে হাত।

তবুও গানের আখরে জড়ায় ছায়া,
তাই ভুলি প্রায় বৈচিত্র্যের স্বাদ,

কুরুচি আমার দশদিকে ধরে কায়া,
নিত্য অন্ধ অসতের অভিযান

আমার চোখেও নিষ্ক্রিয়তার মায়া
ঘনায় গোপনে, বাহুর যে অবসাদ
সেকি জরা, নাকি দুর্বল অভিমান ?

তাইতো কেবলই বেঁকে যায় ঋজু রেখা,
তাই কি ধূসরে সাতরং একাকার,
নরকের এক বৃত্তেই ঘোরে লেখা,
নরকেরই লোক দশদিকে গদিয়ান্।

হাজার হাজার বছরের শত শেখা
মানুষের আশা গর্ব কি ছারখার
করবে পাশের খর্ব বর্তমান ?

তোমারও স্বপ্ন কেন খুঁজে ফেরে ছায়া ?

অথচ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়েরই জয়গান,
অথচ তোমাতে বিদ্যুৎ পায় কায়া,
চোখে চোখে চলে বজ্রের অভিযান,
তাইতো আষাঢ় আশ্বিনে তলোয়ার
সূর্যে সূর্যে খরশর-সন্ধান ॥

উপোসী পাহাড়ের চড়াইপার

উপোসী পাহাড়ের চড়াইপার
এসেছি আজ এই উপত্যকায়,
পথের লড়ায়ের খদের শেষে
ঘর কি বেঁধে দিলে নীল ছায়ায় ?

এখানে গাছে গাছে সরস প্রাণ,
এখানে ঘরে ঘরে সরল গান,
এখানে মানুষের সহজ মান—
এলে কি জীবনের উপত্যকায় ?

ভিখারী দিনগুলি হয়েছি পার,
হাওয়ায় পার নীল সমুদ্রের,
আকাল রাতগুলি করেছি শেষ,
মেঘের রাতগুলি, যে রৌদ্রের
শরৎ-উষা দিয়ে করেছি জয়
সে রৌদ্রে তো নেই মরুর ভয়,
সে আশ্বিনে নেই বানের ক্ষয়
আমরা সচ্ছল উপত্যকায়।

পাহাড় বাঁয়ে জাগে স্থপতি আকাশের
মেঘ ও রৌদ্রের প্রেমের আভাসের
সতেজ মুক্তির ব্যাপ্ত বাতাসের
গানের নদীপাড়ে উপত্যকায়
হাসির আলো ঝরে এই যে দেশ—
কবিতা আমাদেরই স্বদেশ এই
উপোসী পাহাড়ের খাড়াইপার
ভিখারী দিনগুলি যেখানে শেষ
সবুজ শান্তির উপত্যকায়॥

পাঁচ প্রহর

(ইরাবাবু তারাবাবুর জন্য)

পাহাড়ী সূর্যের রক্ত গোলাপে
রাঙবে নীলাকাশ তীব্র প্রভাতে,
ক্লান্ত রজনীর কৃষ্ণ কলাপে
সোনার আভা হেনে আলোর সভাতে
রাতের চামেলির স্বপ্ন প্রলাপে
ক্ষান্তি দেবে সে কি করবী জবাতে ?

সোনালি পাখি সে কি ? রইবে সে নীড়ে
যে নীড়ে পেতেছিল রাতের পাখা সে ?
দিনের আকাশের তারার এ ভিড়ে
উড়বে নাকি খুলে রাতের ঢাকা সে ?
দিন ও রাত্রির তরলে নিবিড়ে
ঘোরাবে আকাশের আলোর চাকা সে ?

তবু সে নিকষের নেতির প্রভাবে
আমার দিনগুলি কুসুমবন যে
আজকে স্থর ওড়ে ষড়জে রেখাবে,
কথায় রূপ পাবে গুঞ্জরণ সে
যখন দৈনিক আমার অভাবে
নামাবে পাখা ফের সায়ন্তন যে।

তাইতো একা একা রক্ত-গোলাপে
রাঙাই নীলাকাশ শূন্য প্রভাতে,
দিব্য দৃষ্টির আপাত প্রলাপে

হাজার লোক ডাকি বনের সভাতে,
নিকষ নিরাশায় মাটির কলাপে
কুসুম বন রচি শিউলি-জবাতে।

...

বুঝি না যে আমি তোর ভাষা
পথকে যে ডেকে আনা আঙিনায় ঘরে
একি বা আকাঙ্ক্ষা কি আশা!
বাছারে বক্ষ কাঁপে ডরে।

তাকাস্ পাহাড়ের ভিড়ে,
ডাকিস অরণ্যকে দুবাহুর নীড়ে,
ঢলের বান কি চাস ঘরে?
বক্ষ কাঁপে তোর তরে।

বুঝি না রাতের স্থর সাধা,
পাখার ঝাপট শোনা মাটিলেপা ঘরে!
স্বপ্নে দিনের তোড়া বাঁধা
সারাদিন কাজে অবসরে।

কে পাঠায় তোর চোখে দূত
মেঘচেরা দ্রুত বিদ্যুৎ?
বজ্রকে বাহু দিবি আপনার ঘরে
অতন্দ্র সে কোন প্রহরে?

বাছারে জানি না তোকে, মেয়ে
কি পাহাড় গড়েছিস্ ঘরে!

পাঁচ প্রহর

(ইরাবাবু তারাবাবুর জন্য)

পাহাড়ী সূর্যের রক্ত গোলাপে
রাঙবে নীলাকাশ তীব্র প্রভাতে,
ক্লান্ত রজনীর কৃষ্ণ কলাপে
সোনার আভা হেনে আলোর সভাতে
রাতের চামেলির স্বপ্ন প্রলাপে
ক্ষান্তি দেবে সে কি করবী জবাতে ?

সোনালি পাখি সে কি ? রইবে সে নীড়ে
যে নীড়ে পেতেছিল রাতের পাখা সে ?
দিনের আকাশের তারার এ ভিড়ে
উড়বে নাকি খুলে রাতের ঢাকা সে ?
দিন ও রাত্রির তরলে নিবিড়ে
ঘোরাবে আকাশের আলোর চাকা সে ?

তবু সে নিকষের নেতির প্রভাবে
আমার দিনগুলি কুসুমবন যে
আজকে সুর ওড়ে ষড়জে রেখাবে,
কথায় রূপ পাবে গুঞ্জরণ সে
যখন দৈনিক আমার অভাবে
নামাবে পাখা ফের সায়ন্তন যে।

তাইতো একা একা রক্ত-গোলাপে
রাঙাই নীলাকাশ শূন্য প্রভাতে,
দিব্য দৃষ্টির আপাত প্রলাপে

হাজার লোক ডাকি বনের সভাতে,
নিকষ নিরাশায় মাটির কলাপে
কুসুম বন রচি শিউলি-জবাতে।

...

বুঝি না যে আমি তোর ভাষা
পথকে যে ডেকে আনা আঙিনায় ঘরে
একি বা আকাঙ্ক্ষা কি আশা!
বাছারে বক্ষ কাঁপে ডরে।

তাকাস্ পাহাড়ের ভিড়ে,
ডাকিস অরণ্যকে ভুবাহুর নীড়ে,
ঢলের বান কি চাস ঘরে?
বক্ষ কাঁপে তোর তরে।

বুঝি না রাতের সুর সাধা,
পাখার ঝাপট শোনা মাটিলেপা ঘরে!
স্বপ্নে দিনের তোড়া বাঁধা
সারাদিন কাজে অবসরে।

কে পাঠায় তোর চোখে দূত
মেঘচেরা দ্রুত বিদ্যুৎ?
বজ্রকে বাহু দিবি আপনার ঘরে
অতন্দ্র সে কোন প্রহরে?

বাছারে জানি না তোকে, মেয়ে
কি পাহাড় গড়েছিস্ ঘরে!

আমাদের মাঝে যায় কোন নদী বেয়ে,
কালের প্রাচীর তুলে ধরে।

উড়ে যাওয়া পাখি দেবে নীড় ?
ছেঁড়াতারে তুলবি কি মীড়
সমুদ্র বেঁধে দিবি উৎসের ঘরে
পাহাড়ের নীল অম্বরে ?

একান্ত ঘোরে বুনে বুনে
দিন যে গাঁথিস ফাল্গুনে,
বারেক চেনায় বুনে যাস্ চির আশা
বাছারে বুঝি না তোর ভাষা।

...

ওগো মা, দেখেছি সে যে এল মেঘে মেঘে
শূন্য খেয়ায় পার হয়ে নদী আঁধারে
বিদ্যুতে জেলে আমার হৃদয় আঙিনা।
ভিজা বাদলের আঙিনায় এল সবাকার অগোচরে
আমার দুচোখে আষাঢ় ধারায় সে যে এল মেঘে মেঘে
বজ্রে বাজাল গান্ধারে বাঁধা বীণা।

ওগো মা, আমাকে বলো দেখি তাকে ঘরে
আনব কি বলো থাকব প্রহর জেগে
অল্প প্রদীপে প্রহরী নিদ্রাহীনা ?
সে যে ঘর খোঁজে পলাতক মেঘে মেঘে
সবাকে এড়িয়ে বিদ্যুৎ অগোচরে
কারাগার তার পিছু পিছু ছায়া ফেলে ফেলে ধায় কিনা।

হৃদয় আমার ছেয়ে দিলে মল্লারে,
স্নায়ুঝঙ্কৃত আমার অগ্নিবীণা।
ওগো মা শুনেছি সে যে আসে ঐ বিদ্যুৎ আসে মেঘে।

...

সে কি জাগবে একা একা বন্য রাত
সেচ্‌বে জল গাছে দীর্ঘ দিন আহা দগ্ধ দিন
তুলবে ফলমূল প্রতীক্ষায়
উঠান কোণে এসে দেখবে পথ ?

সে কি ভাববে একা একা শূন্য রাত
বাজবে বাঁশী কবে পুণ্য দিন আহা দীপ্ত দিন ?
তাই কি দিন তার প্রতীক্ষায়
দীর্ঘ চাউনির মৌন পথ ?

সে কি টানবে দিন রাত আনবে পথ
তমসাতীরে তার বটের রাত ঘন আঁধার রাত
মেলবে যমুনায় তমাল দিন ?
পথ কি প্রাণ পাবে প্রতিষ্ঠায় ?

সে কি স্বপ্নে রূপ দেবে প্রতীক্ষায় ?
তাই তো তন্ময় রাত্রি দিন সে তো রাত্রি দিন
প্রাত্যহিক পালে সে দিন-রাত
ঘরের ডাকে টানে দূরের রথ—
মথুরা ভেঙে যায় এ নিষ্ঠায় ?
...

আমার দিন শুরু সূর্যোদয়ে, রাত্রি কোজাগর বিনিদ্রের,
স্নায়ুতে মানসের আনন্দের অসীম রেশ বাজে রন্ধ্রহীন,
কোয়ার্টেট যেন কোন অতন্দ্রিত অপরাজেয় গ্রোস্ ফুগের গান।
রৌদ্রে এই সুর বিলিয়ে দাও, মধ্যদিনে হোক স্পন্দিত।
আমার দিন শুরু সাতটি রঙে, রাত্রি আদি নীল সমুদ্রের,
স্নায়ুতে স্বপ্নের আনন্দের অসীম রেশ বাজে রন্ধ্রহীন,
রঙের ঘনঘটা অতন্দ্রিত
অমোঘ শিল্পীর তুলির টান—
পাহাড়ে পাহাড়ে এ মিলিয়ে দিই প্রখর মুক্তিতে নন্দিত ॥

আগামীবারে সমাপ্য

প্রথম দেখা ভুবনডাঙার হাটে
লাজুক দুটি উৎসুক সে চোখ
বটের তলায় দাঁড়িয়েছিল ভিড়ে
বাকি ছিল সবই বিকিকিনি
এদিকে প্রায় হাটের বেলা কাটে
শুনছিল সে একমনে যে কথা
তাকিয়েছিল নিশানবেদীর দিকে
লাজুক চোখ হৃদয় উৎসুক
বটের তলায় দাঁড়িয়ে অনিমিখে
অনেক চাষী মরদমেয়ের ভিড়ে
বাকি ছিল দিনের বিকিকিনি।

অনেকদিনের পরে তাকেই চিনি
ফেরার পাখি যখন নীড়ে নীড়ে
রাতের দীপ দিনের ছায়া খুঁজি
শহর থেকে গ্রামে ও গ্রাম থেকে
এ গ্রামে ছুটি জীবন দিয়ে যুঝি
পাহাড় থেকে কখনো জঙ্গলে
তেপান্তরে বালির স্রোতে বেঁকে
দিনকে খুঁজি রাতে ও রাতে দিনই
হাওয়ার মতো ঘুরছি চারদিকে
তখন দেখি উৎসুক সে চোখ
লাজুক তবু স্বচ্ছ নির্ভীক
দুয়ার খোলে একটি কথা ব'লে।

...

একলাদিনের শুক্‌নো ভুবনডাঙায়
গড়বে কতো স্বচ্ছ স্বাধীনগ্রাম
যোগাযোগের শিরায় শিরায় পথে
আঞ্চলিকে গাঁথলে তাদের নাম
স্বপ্ন আমার বহুর মনোরথে
পথ পেয়েছে, তাইতো হৃদয় রাঙায়
উষার লালে, অস্তরবির মায়ায়।

ভিড়ের রাতে শত আশার ভিড়ে
মেলাও কতো সম্পূর্ণের ভাষা
মহাসাগরে কতো না ঢেউ ওঠে
স্পষ্ট ঢেউ প্রতিটি যাওয়া আসা
ঐক্যতানে প্রতিটি সুর ফোটে
অবসরের গমকে আর মীড়ে
আকাশ যেন প্রতিটি নীড়ে নীড়ে

কিম্বা যেন আকাশে বহু তারা
স্বাধীন তারা স্বতই মহীয়ান্‌
তবুও মিলে পেয়েছে তারা প্রাণ
নৈঃসঙ্গ্যে নয়কো দিশাহারা
আপন ঘরে আনাগোনার গান
স্বতই তোলে, স্বতই খোলে কারা
সবারই জোত, প্রত্যেকে প্রধান।

...

দুহাতে নিয়েছি অনেক সন্ধ্যা সকাল অনেকদিন,
দান ব'লে নিই, স্বাধীন সে দান। আজও তাই নিই ঋণ,
পৃথিবীর মতো, আকাশের ঋণ। মেঘে বিদ্যুতে গানে
দিগন্তে দিই কয়েকটি দিন কেন্দ্রিক সম্মানে।

জীবনে অনেক মরণ, দ্বন্দ্ব, ভুল, ভুলবোঝাবুঝি
অভাব, দুঃখ, বহু অন্যায়, অনেক বিসম্বাদ—
তারই মাঝে তুমি স্বচ্ছ সকাল এনে দিলে সোজাসুজি
পাহাড়ী পথের চল্‌তি সঙ্গে মুছে দুপুরের স্বাদ।

অসহিষ্ণুর ক্ষণিক ভ্রান্তি, অকালের অভিযান
দুর্বলতাকে মার্জনা দিয়ো ধরিত্রী! ধীর চিত্তে,
সাম্প্রতিকের গ্লানি তো আগামীবারে সমাপ্য নিত্যে
বৈশাখী পাবে শ্রাবণে যখন পূর্ণতা অম্লান॥

প্রখর শান্তি খর উজ্জ্বল

প্রখর শান্তি খর উজ্জ্বল,
কাতর রাত্রি নয় রৌদ্র !
হাওয়া যেন ঝক্‌মকে তলোয়ার !
রৌদ্রে প্রসাদ হানে শান্তি,
শুক্‌নো গেরির মাঠ, লাল ঢল,
রৌদ্রে বাঁধের জল ঝল্‌সায়,

সকালের হিমানীর আর্দ্র
চাহনিতে ছোটে আলো সওয়ার—
তাতার বা কসাকের ভ্রান্তি !
খরবেগ রৌদ্র যা উজ্জ্বল,
আকাশে যা স্বচ্ছতা বাতাসের
লক্ষ লক্ষ হাতে তলোয়ার,
যেন বা প্যারেড্ কোনো উৎসব !

শান্তি যে চাই খর শান্তি,
রৌদ্রের শান্তি যা উজ্জ্বল,
আঢুল্ রাত্রি নয় রৌদ্র,
সর্ষে সব্‌জিখেতে অড়রে
যে হীরার প্রবলতা ঠিকরে
আখের বনের ঘন সবুজে
হল্‌দি চড়ায়ে নীল শিখরে
গ্রামে গ্রামে আর দূর শহরে

গোলাভরা সোনাজ্বলা আকাশের
পূর্বের মশালের সে যে দূত,
হীরার শান্তি ! সে যে উজ্জ্বল,
সকালের গোলাপের কান্তি
তোমারই লাবণ্য যে বিতরে
বাহুডোরে আতপ্ত ঝলমল,
উদার অথচ খর বাতাসের
রৌদ্রে স্বচ্ছ, ধীর, প্রস্তুত
চাঁদিনীর ইস্পাতে শান্তি ॥

নদীর উৎস যদি জানা থাকে

তুমি যবে পাশাপাশি, বৃষ্টি থামে, রৌদ্রও প্রসাদ ;
তোমার শরৎ সত্তা স্বচ্ছ লঘু সমৃদ্ধ মধুর ।
কখনো বা আশ্বিনের শাদা মেঘ, কখনো ঘনায় রং
সূর্যাস্তে বা সূর্যোদয়ে,
পৃথিবীর মেলডিতে লাগে যেন আকাশের সিমফনিক সুর
হয়তো বা মুহূর্ত পশ্‌লা লাল পথে সবুজে সুনীলে
এনে দেয় সত্যতর স্বাদ ।
শ্রাবণে তোমার স্মৃতি, মাঘে থাকো চেতনায় মিলে,
তোমার সত্তার সত্য তোমাতে বা তোমাতে আমাতে
শেষ নয়, সে বরং ব্যাপ্ত হয় শব্দের তরঙ্গ যেন
রেশে রেশে দিনে দিনে বছরে বছরে
জীবনের স্তরে স্তরে রূপান্তরে উত্তীর্ণ নিখিলে ।

আমার যে দিনগুলি তুলে তুলে ভরেছ আঁচলে,
জানো সে কি কতো দিন, কত রঙে বিচিত্র রঙিন ?
আজ তুমি কাছে নেই, আছে শুধু একটি আকাশ
আমার সত্তাকে ঘিরে ।
আজ ফিরে ফিরে তাই যেদিকে তাকাই
দেখি সেই দিনগুলি তোমার আমার সেই দীর্ঘ ইতিহাস,
খুলে খুলে দেখি তার রূপান্তর,
এদিকে স্মৃতিতে স্থির, আততিতে প্রতিন্যাস,
অথচ একটি স্রোত, দুঃখে সুখে নবনব পরিণতি,
ছেদহীন, অমাবস্যা পূর্ণিমায় সন্ধ্যায় সকালে
ঘাটে ঘাটে এদেশে ওদেশে স্থানকালে মেশে
তোমার বিকাশে আর আমার বয়সে,
উভয়ের পরিণতি, রূপান্তর উভয়ত এবং স্বতই

মানুষে মানুষে, সমাজে সংসারে, আমাদের উত্তরপুরুষে
সংলগ্ন সন্তত।
সেই দিনগুলি আনি দূরের আড়ালে ফের কথা বলে বলে
ঘুঘুর কূজনে তীব্র ছায়াচ্ছন্ন স্তব্ধতায় তোমারই আঁচলে।

আজ চৈত্র বৈশাখের তাপে দোলে
হাওয়া কাঁপে রৌদ্রে থরোথরো,
পাহাড়ে প্রান্তরে তাপ পাণ্ডুর আকাশে প্রায় লীন,
দুপুর বাতাসে সদ্য নতুন পাতার চাপে
ঝরো ঝরো পাতা পড়ে
পাতা ওড়ে ঘুরে ঘুরে ছড়ায় ওড়ায় উড়ে উড়ে পাকে পাকে জড়ো
নিশ্বাসের ফাঁকে ফাঁকে আলিঙ্গনে কথার মতন,
কোথাও বা আকাঙ্ক্ষায় যৌবনের দিন বউল ঝরায়,
মাটির পরাগ ওড়ে ফলন্ত চৈতালী গানে
উন্মুখ প্রকৃতি গন্ধে গন্ধে ভারাতুর
আম জাম কাঁঠালের বনে।

তোমার ফলন্ত সত্তা স্মৃতি আজ নিবিড় শ্রাবণ কিম্বা ভাস্বর শরৎ
আমার জাগায় স্বপ্নে আকাঙ্ক্ষার মাটি আর ঘনিষ্ঠ আকাশে,
তোমার জীবন্ত সত্তা দেহেমনে বিস্তৃত আকাশ
অতীত ও ভবিষ্যৎ
জীবনে জীবনে পূর্ণ
তোমাতে আমাতে এক, দিনরাত, কতো দিন,
সমগ্র বছর এক, গোটা এক আয়ুষ্কাল,
বহু ব্যাপ্ত স্থানে কালে,
জীবনে জীবনে কর্মে রূপান্তরিত অথচ এক

উভয়ে ও উভয়ত সম্বন্ধের নদী এক বিচ্ছেদ মিলনে—
নদীর উৎস যদি জানা থাকে জানাই তো থাকে
তাহলে বিস্তার তার দিনে দিনে গ্রামে গ্রামে
শহরে শহরে দেশে দেশে সকালে বিকালে রাত্রিতে দুপুরে
ঋতুতে ঋতুতে বাঁকে বাঁকে জল দিয়ে
ফসল বিলিয়ে ফুল ফল দিয়ে ঘুরে ঘুরে সমুদ্রের মুখে
মোহানার শেষে সমুদ্রের বুকে আত্মদানে
জানা থাকে যদি জীবনের সেই নৃত্য
কালের নূপুর এক ও বহুর বহুধায় একই ইতিহাস—

আমার বৈশাখে তুমি শ্রাবণের সেই নদী
প্রেমের লাবণ্যে স্নেহে কর্মিষ্ঠতায় আশ্বিনের স্বচ্ছ স্রোত
পাড়ে পাড়ে ঝিকিমিকি এক ও অনেক।
আমাকে থাকতে দাও তোমার দিনের পাড়ে পাড়ে
মাটি কিম্বা একই সে আকাশ ॥

নাম রেখেছি কোমলগান্ধার মনে মনে (রবীন্দ্রনাথ)

(জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র-কে)

ধুয়ে দাও এই গ্লানি
বাষ্পের আড়ালে এই গ্রীষ্মের গৃধ্নুতা
ওড়াও ওড়াও এই কলকাতার শবে শবে গলিত তাপের গ্লানি
এই স্নায়ুর লড়াই স্বেদের আশ্রয়ে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেঙে দাও গ্রীষ্মের গোয়েন্দা তাপে বেঘোর ক্লান্তিতে
আর আঝোর সন্তাপে এই কোকাকোলা গান

সমুদ্র বাঙলা আমাদের বাঙলার সমুদ্র
আত্মভোলা নিয়ে চলো খুলে খুলে হুগলীর
রূপনারাণের মাথাভাঙার মাংলার আগে
সাগরে সাগরেরও আগে সমুদ্রে সমুদ্র
নিয়ে চলো হল্‌দি ছাড়িয়ে রসুলপুরের আগে
উদ্দাম হাওয়ায় মলয়মরুতে কিম্বা মৈনাকমন্থনে ঝড়ে
ভেঙে ভেঙে কলকাতার গলিত নিষেধ
ডিঙিতে শাল্‌তিতে পায়ে পায়ে বালিতে বালিতে জলে জলে
বালিয়াড়ি উজানে ওড়াও
পথিক হারাক পথ কাঁথিতে তমলুকে ভাঙুক কপাল

নিয়ে চলো মনপবনের নায়ে দীর্ঘ অভিযানে
গন্ধবণিকের দেশে দূর দেশে জলে জলে হাওয়ায় হাওয়ায়
জাভায় বলীতে কাম্বোজে শাম্পানে শাম্পানে
চীনসমুদ্রের পারে আরেক নীলের পারে
আরেক হল্‌দির মুখে সমুদ্রে সমুদ্র

কিম্বা চলো মহানদী কিম্বা সেই সমুদ্রসূর্যের
প্রখর মিলননাট্যে পাথরে পাথরে কেটে
আনন্দের অবিরাম কদম্ব কেশর
জীবনের জয়গানে হাওয়ায় হাওয়ায় নিয়াখিয়া
বালিতে বালিতে আর নীলজলে মৌসুমিতে মর্মরিত নারিকেলে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে অগণন ঢেউ
এক ও অনেক পর পর গায়ে গায়ে
ওঠাভাঙা আযোজন সুরের বিস্তারে
একে মেশে অন্য এক
এদিকে ওদিকে পরপর অবিরাম বাহুবদ্ধ সমবেত নৃত্যে এক
সপ্তকের অন্যোন্য শ্রুতিতে ঢেউয়ে ঢেউয়ে মীড়বাঁধা অথচ স্পষ্টও
যেন এক মিয়াঁকি মল্লারে

ঢেউ দাও সমুদ্রের ঢেউ শুচি হিম উর্মিশুভ্র উত্তাল সবুজ
সবুজ সুনীল ঢেউ ভেঙে দাও নিয়ে চলো বিস্তীর্ণ দোলায়
দুলে দুলে ফুলে ফুলে ভেঙে দাও মালকোশে বা কানাড়ায়
ধুয়ে দাও জলে জলে পাণ্ডুর বালিতে আর স্বচ্ছ জলে
সবুজে ও নীলে দূর ফিরোজায়
ধুয়ে দাও কলকাতার গলিত সন্তাপ
হাওয়ায় হাওয়ায়
এই স্বেদের আশ্রয়ে কায়েমী নিষেধ
মনে দাও উর্মিল আছাড় ঢেউয়ে ঢেউয়ে গায়ে দাও
লবণাক্ত হিমশান্তি মুক্তি-স্নান
সঞ্জীবনস্বাদ সমুদ্র বাঙলার সমুদ্র ভারতের ভাঙো বাধা
মুক্তি দাও জলে জলে হাওয়ায় হাওয়ায় কাটামারানের পালে পালে
শীতল হাওয়ায় লবণাক্ত সঞ্জীবন স্বাদে বিস্তীর্ণ অবাধ

আমরাও গড়ে দেব বারবার হাওয়ার মন্দির
হাওয়ার ঘোড়ার রথ সমুদ্রের ঘোড়া
মুক্তির আনন্দ মূর্তি জীবনের মুক্তির আনন্দ
পাথরে পাথরে মানুষের অঙ্গীকার
অজ্ঞান পাথর খুলে খুলে মামল্ল-সৈকতে
নিস্তব্ধ পাথর কেটে আমাদের চৈতন্যের সমুদ্রে সমুদ্রে
ঢেউ তুলে সমুদ্রে হাওয়ায় দীর্ঘছন্দ তোমার বাহুতে দুলে দুলে
সমুদ্রের কোমলগান্ধার ॥

২৫শে বৈশাখ

আমরা যে গান শুনি, গান করি আকাশে হাওয়ায়
ফুলে ফুলে বনে পথে ঘরে ঘরে সন্ধ্যায় সকালে,
আমরা যে ছবি দেখি আঁকি স্তব্ধ ছন্দের মায়ায়
রঙের রেখার মুক্তি কল্পনার নব নব তালে
আমরা যে জীবনের গল্প রচি হাজার কবিতা
হাজার সন্ধ্যার সূর্য প্রত্যুষের হাজার সবিতা—

রবীন্দ্র-ব্যবসা নয়, উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে
চিরস্থায়ী জটাজালে জাহ্নবীকে বাঁধি না, বরং
আমরা প্রাণের গঙ্গা খোলা রাখি, গানে গানে নেমে
সমুদ্রের দিকে চলি, খুলে দিই রেখা আর রং
সদাই নূতন চিত্রে গল্পে কাব্যে হাজার ছন্দের
রুদ্ধ উৎসে খুঁজে পাই খরস্রোত নব আনন্দের।

জঙ্গম সূর্যকে জানি আমাদের জঙ্গী প্রতিদিনে
অবিচ্ছিন্ন মাসে মাসে বর্ষে বর্ষে যুগযুগ ব্যেপে
প্রতিটি উষায় রাত্রে মধ্যাহ্নের বটে দগ্ধতৃণে
গলাপিচে বৈশাখীর ভবিষ্যতে ঝড়ে মেতে ক্ষেপে
প্রতিটি সূর্যাস্তে আর সূর্যোদয়ে চৈতালী নিদাঘে
আষাঢ়ে শ্রাবণে আর আশ্বিনে অঘ্রাণে হিম মাঘে

আমরা তো জানি তুমি আকস্মিকে গরমবাজারে
রুদ্ধগতি, গড়ি তাই জীবনের ঝরণা, রচি, কবি,
প্রাত্যহিক ফল্গুস্রোতে লাখে লাখে হাজারে হাজারে
সাগরে যে গঙ্গা আনি সে তোমারই আনন্দভৈরবী ॥

বিষ্ণু দে-র অনুবাদ

এলিঅটের কবিতা

মহৎ কাব্যের অনুবাদ নেই, কেবল পুনর্স্থষ্টি আছে। তাই একভাষার রসকে অন্য ভাষায় উত্তীর্ণ করার কাজে সার্থক কবিকেই সাজে। বিষ্ণু দে একাধারে অসামান্য কবি ও বিদেশী সাহিত্যের বিদগ্ধ পণ্ডিত, তাই তাঁর ভাষান্তরনে এ-যুগের শ্রেষ্ঠ ইংরেজ কবি টি এস্ এলিঅট আমাদের ভাষায় মূর্ত হয়েছেন। অগ্রগণ্য কোনো বিদেশী কবির মহৎ কাব্যগ্রন্থ বাংলাভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হল। দাম দুটাকা।

বিষ্ণু দে-র প্রবন্ধ

সাহিত্যের ভবিষ্যৎ

তিরিশের যুগে বাংলা কবিতায় মৌলিক রচনাগুণে যাঁরা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন বিষ্ণু দে তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট। স্বদেশী এবং বিদেশীয় চিত্রী-কবি-সাহিত্যিকদের বিষয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর যে-সব আলোচনা বিক্ষিপ্ত হয়ে ছিল, বর্তমান গ্রন্থে তা থেকে একটি সংকলন প্রকাশিত হল। অবনীন্দ্রনাথ, যামিনী রায়, পিকাসো-র মতো শিল্পী ; ঈশ্বর গুপ্ত, আরাগঁ, সমর সেন, এলিঅট-এর মতো কবি ; বীরবল, পরশুরাম, ধূর্জটিপ্রসাদের মতো লেখককে নিয়ে বিশিষ্ট এই বাঙালি কবির আলোচনা একটি মাত্র গ্রন্থের পরিসরে পেয়ে সাহিত্যসন্ধিৎসুরা সুখী হবেন। দাম দুটাকা।

সিগনেট প্রেসের বই

সিগনেট বুকশপ। ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। ১৪২-১ রাসবিহারী এভিনিউ